ষষ্ঠ অধ্যায়
মাদকাসক্তি ও এইডস

ভূমিকা

মাদকাসক্তি হলো ব্যক্তির জন্য ৰতিকর এমন একটি মানসিক ও শারীরিক প্রতিক্রিয়া যা জীবিত ব্যক্তি ও মাদকের পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়। যে দ্রব্য গ্রহণের ফলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উলেৱখযোগ্য নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটে এবং ঐ দ্রব্যের প্রতি নির্ভরশীলতা সৃষ্টি, পাশাপাশি দ্রব্যটি গ্রহণের পরিমাণ ক্রমশই বাড়তে থাকে, এমন দ্রব্যকে মাদকদ্রব্য বলে। ব্যক্তির এই অবস্থাকে বলে মাদকাসক্তি। আমাদের শরীরের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ৰমতা আছে। এ কারণে শরীরে কোনো রোগজীবাণু প্রবেশ করলে সহজে শরীরের কোনো ৰতি করতে পারে না। কিন্তু এমন কিছু ৰতিকর ভাইরাস আছে, যা শরীরে প্রবেশ করে শরীরের রোগ প্রতিরোধকারী ৰমতা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিতে পারে। এইচআইভি তেমনই একটি ভাইরাস। কোনো মানুষের শরীরে এই ভাইরাস প্রবেশ করলে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে, প্রচলিত চিকিৎসায় সে সুস্থ হয়ে ওঠে না। এইচআইভি ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত ব্যক্তির অবস্থাকে এইডস বলে।

অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

১.১ বাংলাদেশে মাদকাসক্তি বিস্তারের প্রধান কারণ কী?
ক জীবনের প্রতি হতাশা খ মাদকের প্রতি কৌতূহল
গ বাবা–মা'র বিচ্ছেদ ● মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা

১.২ এইডস আক্রান্ত হওয়ার কারণ কী?
● অনিরাপদ যৌনকর্মে লিপ্ত খ পেশাদার রক্তদাতা
গ যৌন আচরণে সমকামী ঘ একই সুচ দিয়ে মাদক গ্রহণ করলে

১.৩ এইডস আক্রান্ত মহিলাদের মধ্যে গৃহবধূর সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণ কোনটি?
● অসচেতনতা খ দারিদ্র্য
গ এইডস আক্রান্ত অভিবাসী স্বামী ঘ কন্টাসেপটিভ পিল ব্যবহার না করা

১.৪ গাঁজা জাতীয় মাদকদ্রব্য কোনটি?
● মারিজুয়ানা খ পেনসিডিল
গ আফিম ঘ পেথিড্রিন

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. মাদকাসক্তি বলতে মাদকদ্রব্যের প্রতি প্রচণ্ড —— বুঝায়।
খ. ফেনসিডিল —— জাতীয় মাদক।
গ. তামাক ও মাদকদ্রব্য সেবন বলতে প্রধানত —— বুঝায়।
ঘ. এইডসে আক্রান্ত হলে দ্রুত–হ্রাস পায়।
ঙ. অতিরিক্ত ক্লান্তি বা —— অনুভব করা।

উত্তর : ক. আসক্তি বা নেশাকে; খ. পানীয়; গ. ধূমপানকে; ঘ. ওজন; ঙ. অবসাদ।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ বাম পাশের কথামালার সাথে ডান পাশের কথামালার মিল কর।

ক. পুনঃপুন জ্বর হওয়া	ক. সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান
খ. পেথিড্রিন	খ. গাঁজাজাতীয়
গ. ভাং	গ. এইডস
ঘ. হাসাব	ঘ. আফিমজাতীয়
ঙ. নিকোটিন	ঙ. তামাক

উত্তর :
ক. পুনঃপুন জ্বর হওয়া —— **এইডস**।
খ. পেথিড্রিন —— **আফিম জাতীয়**।
গ. ভাং —— **গাঁজা জাতীয়**।
ঘ. হাসাব —— **সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান**।
ঙ. নিকোটিন —— **তামাক**।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর।

প্রশ্ন ॥ ক ॥ মাদকদ্রব্য বলতে কী বুঝায়?
উত্তর : যে দ্রব্য গ্রহণের ফলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উলেৱখযোগ্য নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটে এবং ওই দ্রব্যের প্রতি নির্ভরশীলতা সৃষ্টির পাশাপাশি দ্রব্যটি গ্রহণের পরিমাণ ক্রমশই বাড়তে থাকে এমন দ্রব্যকে মাদকদ্রব্য বলে। যেমন– বিড়ি, সিগারেট, মদ, গাঁজা, আফিম, ফেনসিডিল, ইয়াবা ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ খ ॥ মাদক গ্রহণের তিনটি কুফল লিখ।
উত্তর : মাদক গ্রহণের তিনটি কুফল হলো :
১. মাদকসেবীর আর্থিক ৰতি।
২. এটি মাদকসেবীর মানসিক স্বাস্থ্যের ৰতি করে।
৩. এটি পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে যন্ত্রণাদায়ক প্রভাব ফেলে।

প্রশ্ন ॥ গ ॥ এইডস বলতে কী বুঝায়?
উত্তর : এইচআইভি একটি অতি ৰুদ্র বিশেষ ধরনের ভাইরাস যা কোনো মানুষের শরীরে নির্দিষ্ট কয়েকটি উপায়ে প্রবেশ করে রক্তের শ্বেতকণিকা ধ্বংসের মাধ্যমে তার রোগ প্রতিরোগ ৰমতা নষ্ট করে দেয়। এই ভাইরাস কোনো মানুষের শরীরে প্রবেশ করলেও সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। প্রচলিত চিকিৎসায় সে সুস্থ হয়ে ওঠে না। এইচআইভি ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত কোনো ব্যক্তির এরূ প অবস্থাকে এইডস বলে।

প্রশ্ন ॥ ঘ ॥ এইডসের লৰণগুলো কী কী?
উত্তর : এইডস এর লৰণগুলো হলো :
১. শরীরের ওজন দ্রবত হ্রাস পাওয়া।
২. এক মাসের বেশি সময় ধরে একটানা বা থেমে থেমে পাতলা পায়খানা হওয়া।
৩. বার বার জ্বর হওয়া বা রাতে শরীরে অতিরিক্ত ঘাম হওয়া।
৪. অতিরিক্ত ক্লান্তি বা অবসাদ অনুভব করা।
৫. শুকনা কাশি হওয়া ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ঙ ॥ অ্যাসপার্জার্স সিনড্রোম বলতে কী বুঝায়?
উত্তর : অটিজম আক্রান্ত অনেক শিশুদের আচরণগত সমস্যা থাকলেও বুদ্ধিবৃত্তিক ও ভাষাগত বিকাশে কোনো সমস্যা থাকে না। এ ধরনের

অটিজমকে অ্যাসপার্জার্স সিনড্রোম বলে। তবে ভাষার বিকাশ স্বাভাবিক ও শব্দভাণ্ডার পর্যাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক আলাপচারিতায় অংশ নিতে এদের সমস্যা হয়। অটিজমের তুলনায় অনেক দেরিতে এমনকি বয়ঃসন্ধিকালে বা পূর্ণবয়স্ক সময়ে এদের সমস্যাটি শনাক্ত হয়।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ রচনামূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ক ॥ মাদক গ্রহণের কুফল বর্ণনা কর।

উত্তর : মাদকাসক্তি বলতে মাদকদ্রব্যের প্রতি প্রচণ্ড আসক্তি বা নেশা বোঝায়। এ মাদকদ্রব্য মানুষের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক প্রভৃতি ৰেত্রে নানা ধরনের ৰতি করে থাকে।

নিচে মাদক গ্রহণের কুফলসমূহ তুলে ধরা হলো :

১. মাদকদ্রব্য মাদকসেবীর মানসিক স্বাস্থ্যের নানা ধরনের ৰতি করে থাকে। এর মধ্যে অন্যতম হলো স্মৃতিশক্তি হ্রাস করে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ৰমতা হ্রাস করে, মানসিক পীড়ন বাড়িয়ে দেয় প্রভৃতি।

২. পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনেও মাদক গ্রহণের ব্যাপক কুফল রয়েছে। পরিবারের শান্তি বিনষ্টসহ এটি মাদকসেবী এবং তার পরিবারের সদস্যদের সামাজিকভাবে অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলে দেয়।

৩. মাদক গ্রহণের ফলে ব্যক্তির খাদ্যাভ্যাস নষ্ট, চোখের দৃষ্টিশক্তি হ্রাস, মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ ধ্বংস প্রভৃতি শারীরিক ৰতি হয়ে থাকে।

৪. মাদকগ্রহণের ফলে ব্যক্তি নানা ধরনের রোগে ভুগতে পারে। এর মধ্যে উলেৱখযোগ্য হলো কিডনি রোগ, ক্যান্সার, এইচআইভি প্রভৃতি।

৫. মাদক গ্রহণের জন্য প্রয়োজন অর্থের। এজন্য মাদকসেবী প্রয়োজনে ছিনতাই, চুরি, ডাকাতিসহ পরিবারের নানাবিধ অশান্তি সৃষ্টি করে।

পরিশেষে বলা যায়, উপরিউক্ত কুফল থেকে রৰা পাওয়ার জন্য আমাদের সকলের মাদক গ্রহণ না করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন ॥ খ ॥ মাদকাসক্তির বিরবদ্ধে কীভাবে জনমত গঠন করবে বর্ণনা কর।

উত্তর : বর্তমান সমাজের একটি বড় সমস্যা হলো মাদকাসক্তি। প্রতিনিয়তই মাদক গ্রহণকারীর সংখ্যা এবং এর ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে এবং ৰতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশ ও জাতি। তাই মাদকাসক্তির বিরবদ্ধে জনমত গঠন করা অত্যন্ত জরবরি। বিভিন্ন মাধ্যমে মাদকাসক্তির বিরবদ্ধে জনমত গঠন করা যায়। নিচে মাদকাসক্তির বিরবদ্ধে জনমত গঠনের বিভিন্ন মাধ্যম তুলে ধরা হলো :

মাদকাসক্তির অন্যতম কারণ হলো মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা। তাই মাদকদ্রব্য যাতে সহজে না পাওয়া যায় সেজন্য দেশে যে আইন আছে সে আইনের যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে এবং প্রয়োজনে নতুন করে আইনের সংশোধন ও সংস্করণ করতে হবে। মাদকাসক্তির বিরবদ্ধে প্রচার মাধ্যমে যেমন রেডিও, টিভি, পত্রিকা ইত্যাদিতে মাদকের কুফল বর্ণনা করে প্রতিবেদন প্রচার করতে হবে। প্রতিটি এলাকায় মাদকবিরোধী সভা–সমিতি, পথ নাটক, র‍্যালি ইত্যাদি আয়োজন করতে হবে। সবাইকে ধর্মীয় নিয়মকানুন পালনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। কারণ প্রত্যেক ধর্মে মাদক গ্রহণ থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে। শিৰা প্রতিষ্ঠান, অফিস, সংস্থা প্রভৃতি স্থানকে মাদকমুক্ত ঘোষণা করতে হবে। ছাত্র ছাত্রীদের মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করার জন্য স্কুলের খাতা, নোটবুকের মলাটে মাদকবিরোধী স্লোগান লিখে দিতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, উপরিউক্ত উপায় ছাড়াও মাদকের বিরবদ্ধে জনমত গঠনের জন্য প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে মাদকের বিরবদ্ধে সচেতন থাকা এবং অন্যকে সচেতন করা উচিত।

প্রশ্ন ॥ গ ॥ এইডস–এর বিস্তার ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা আলোচনা কর।

উত্তর : বিশ্বে যে কয়টি ঘাতক ব্যাধিতে মানুষ বেশি আক্রান্ত হচ্ছে তার মধ্যে এইডস অন্যতম। এইডস এর পরিণাম নিশ্চিত মৃত্যু। এর প্রতিকারের ঔষধ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। তবে প্রতিরোধের ব্যবস্থা রয়েছে। নানা কারণে এইডসের বিস্তার সারাবিশ্বে প্রতিনিয়তই ঘটে চলছে। নিচে এইডস এর বিস্তার ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা আলোচনা করা হলো :

এইডস–এর বিস্তার : বিভিন্নভাবে এইডসের বিস্তার ঘটে। সুনির্দিষ্টভাবে যে কয়টি কারণে এইডসের বিস্তার ঘটে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ হলো অনৈতিক ও অনিরাপদ দৈহিক মিলন। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে অনিরাপদ দৈহিক মিলন করলে বীর্য বা যোনি রসের মাধ্যমে যৌনসঙ্গীর দেহে HIV ভাইরাস প্রবেশ করে। এইডস বিস্তারের অন্যতম কারণ হলো এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত সুঁচ বা সিরিঞ্জ ব্যবহার করা। সাধারণত মাদকসক্তের শরীরে এ পদ্ধতিতে HIV–এর বিস্তার ঘটে। মায়ের শরীর থেকে শিশুর শরীরেও এইডসের বিস্তার ঘটতে পারে। এৰেত্রে এইডস আক্রান্ত মায়ের দুধ যদি শিশু পান করে। এ ছাড়া গর্ভকালীন এবং প্রসবকালীন সময়েও শিশুর দেহে এইডসের বিস্তার ঘটতে পারে।

প্রতিরোধ : এইডস প্রতিকারের ব্যবস্থা না থাকলেও এর প্রতিরোধের ব্যবস্থা রয়েছে। এৰেত্রে করণীয় হলো :

অনৈতিক ও নিরাপদ দৈহিক সম্পর্ক থেকে বিরত থাকা। কিশোর–কিশোরীরা আবেগের বশে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ করে থাকে। এৰেত্রে মা–বাবার সাথে সবকিছু খোলামেলা কথা বলতে হবে। ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি মেনে চলা কারণ কোনো ধর্মই অনৈতিক আচরণ, মাদকাসক্তি অনুমোদন করে না। এইডস সম্পর্কে জনগণের মাঝে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে এর কারণ এবং প্রভাব তুলে ধরতে হবে। তবেই এটি প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

পরিশেষে বলা যায়, এইডসের বিস্তার দ্রুত ঘটলেও উপরিউক্ত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিলে সহজেই এ রোগ থেকে নিরাপদে থাকা সম্ভব।

প্রশ্ন ॥ ঘ ॥ অটিজমের লৰণগুলো বর্ণনা কর।

উত্তর : অটিজম কোনো রোগ নয় এটি স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা। অটিজম আক্রান্ত শিশুর সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশে নানা সমস্যা দেখা দেয়। শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও যোগাযোগের ৰেত্রে সমন্বয়ের অভাব দেখা দেয়। অটিজমের মূল লৰণ হলো তিনটি। নিচে সেগুলোর বর্ণনা করা হলো :

১. **সামাজিক লৰণসমূহ :** অটিজম শিশুদের সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার গুরবতর সমস্যা দেখা যায়। এরা একা থাকতে পছন্দ করে অন্যের প্রতি কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। অপরদিকে এরা দেহভঙ্গি এবং মৌখিক অভিব্যক্তি না বোঝার দরবণ সামাজিক জগৎ এদের কাছে বোধহীন মনে হয়।

২. **যোগাযোগের সমস্যা :** ভাষা না বোঝার কারণে এদের অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সমস্যা দেখা দেয়। অনেক অটিজম শিশু কোনো কথাই বলতে পারে না আবার কেউ কেউ একটু একটু কথা বলতে পারে তবে এরা ছবি, ইশারা প্রভৃতির মাধ্যমে অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে।

৩. **পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ :** অটিজম শিশুদের অন্যতম বড় সমস্যা হলো পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ। এৰেত্রে অনেক অটিজম শিশু বার বার হাত নাড়ায়, পায়ের সামনের অংশের ওপর ভর দিয়ে হাঁটে

প্রভৃতি আচরণের পুনরাবৃত্তি করে থাকে। এরা এদের চারপাশে কোনো পরিবর্তন পছন্দ করে না। একই রাস্তা দিয়ে স্কুলে যাওয়া, নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিদিন একই কাজ করতে এরা ভালোবাসে।

পরিশেষে বলা যায়, উলিরখিত কারণ ছাড়াও চোখে চোখ না রাখা, ডাকলে সাড়া না দেওয়া, অখাদ্য খাওয়া, অসংগতিপূর্ণ আচরণ, আবেগ প্রকাশে অসুবিধা প্রভৃতিও অটিজমের অন্যতম লৰণ।

অতিরিক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

ভূমিকা

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

১. যে দ্রব্য গ্রহণ করলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উলেরখযোগ্য নৈতিবাচক পরিবর্তন ঘটে তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক তামাক দ্রব্য ● মাদক দ্রব্য
গ মারিজুয়ানা ঘ ভেজাল দ্রব্য

২. মাদকাসক্তি কী? (জ্ঞান)
● মাদকদ্রব্যের প্রতি নেশা খ মাদকদ্রব্যের প্রতি কৌতূহল
গ মাদকদ্রব্যের প্রতি আকর্ষণ ঘ মাদকদ্রব্যের প্রতি বিচৰণ

৩. মাদকাসক্তি কিরূ প নেশা? (জ্ঞান)
ক সাধারণ খ ভয়ংকর ● মৃত্যু ঘ পরিত্রাণহীন

৪. রোগজীবাণু শরীরে প্রবেশ করে সহজে কোন ৰতি করতে না পারার কারণ কী? (অনুধাবন)
ক রোগজীবাণুর ৰতি করার ৰমতা নেই
খ রোগজীবাণু শরীরে প্রবেশ মাত্রই মারা যায়
● শরীরের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ৰমতা আছে
ঘ মানুষের সেবনকৃত ওষুধ রোগজীবাণু ধ্বংস করে

৫. কোন ভাইরাস শরীরের রোগ প্রতিরোধ ৰমতা ধ্বংস করে দেয়? (জ্ঞান)
ক হারপিস খ ভ্যারিওলা
গ মিজেলস ● এইচআইভি

৬. এইচআইভি ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত ব্যক্তির অবস্থাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক কোয়াশিওরকর খ ম্যারাসমাস
● এইডস ঘ পেরগ

৭. মিরণের দেহে বিশেষ ধরনের ৰতিকর এক ভাইরাস প্রবেশ করায় সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। প্রচলিত চিকিৎসা দ্বারা তাকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব নয়। মিরনের দেহে প্রবেশকারী ভাইরাসটির নাম কী? (প্রয়োগ)
● HIV খ AIDS গ Sars ঘ Fluc

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

৮. মাদকদ্রব্য গ্রহণ করলে– (অনুধাবন)
i. ওই দ্রব্যের প্রতি নির্ভরশীলতা সৃষ্টি হয়
ii. ওই দ্রব্য গ্রহণের মাত্রা ক্রমশ কমতে থাকে
iii. শারীরিক অবস্থার নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯. মাদকদ্রব্য হলো – (অনুধাবন) [সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর]
i. সিগারেট ii. তামাক
iii. মারিজুয়ানা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১০. এইচআইভি ভাইরাস অন্যের দেহে সংক্রমিত হয়– (অনুধাবন)
i. রক্তের মাধ্যমে
ii. বীর্যের মাধ্যমে
iii. বুকের দুধের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

পাঠ–১ : মাদকাসক্তি, তামাক ও মাদকদ্রব্য এবং তামাক ও মাদকদ্রব্য সেবনের কুফল

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ----------//

১১. যেসব দ্রব্য সেবন বা পান করলে তীব্র নেশা সৃষ্টি হয় সেগুলোকে কী বলে? (জ্ঞান) [রংপুর জিলা স্কুল]
ক বিষাক্তদ্রব্য খ দূষিত দ্রব্য
● মাদকদ্রব্য ঘ অকর্ষণীয় দ্রব্য

১২. মিদুল প্রায়ই অসুস্থ থাকে। তার কোন কাজটির জন্য তাকে মাদকাসক্ত বলা যাবে? (প্রয়োগ)
ক অতিরিক্ত ওষুধ সেবন খ ইচ্ছাকৃত ওষুধ সেবন
গ অনিচ্ছাকৃত ওষুধ সেবন ● ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ সেবন

১৩. মাদকদ্রব্য গ্রহণ করলে কী হয়? (অনুধাবন)
ক মেজাজ ভালো থাকে খ ভালো ঘুম হয়
● শারীরিক নির্ভরশীলতা সৃষ্টি হয় ঘ মাদকদ্রব্য সম্পর্কে কৌতূহল বাড়ে

১৪. কোনটি গ্রহণের মাত্রা নির্ধারিত থাকে? (জ্ঞান)
ক খাদ্য ● ওষুধ গ মাদক ঘ তামাক

১৫. ঘুমের ওষুধকে মাদকদ্রব্য বলা হয় কেন? (অনুধাবন) [রংপুর জিলা স্কুল]
ক ঘুম ধরে বলে ● ব্যবহারগত কারণে
গ এটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর বলে ঘ নিয়মিত সেবন করা হয় বলে

১৬. নিকোটিন কী? (জ্ঞান)
ক এক ধরনের পাতা খ এক ধরনের গাছ
গ এক ধরনের ওষুধ ● এক ধরনের মাদক

১৭. কোন গাছের পাতায় নিকোটিন থাকে? (জ্ঞান)
● তামাক খ পাট গ ধন্দুল ঘ কেওড়া

১৮. তামাক পাতার ক্ষতিকারক রাসায়নিক উপাদানটির নাম কী? (জ্ঞান) [খুলনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
● নিকোটিন খ আরজিনিন গ হেপারিন ঘ এলড্রিন

১৯. নসি কী? (জ্ঞান) [খুলনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক গাঁজাজাতীয় মাদক দ্রব্য খ ঘুমের ওষুধ
● তামাকজাতীয় মাদক দ্রব্য ঘ একজাতীয় সিরাপ

২০. চরস, মরফিন, তামাক ইত্যাদি কোন ধরনের উপকরণ? (অনুধাবন)
ক চকলেটের নাম খ খেলার নাম
● মাদকদ্রব্য ঘ খাবারের নাম

২১. মাদকদ্রব্য মানসিক স্বাস্থ্যে কিরূ প প্রভাব ফেলে? (অনুধাবন)
ক খাদ্যাভাস্য নষ্ট করে
খ চোখের দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়
গ শেখার ও কাজ করার ৰমতা বৃদ্ধি করে
● চাপ সহ্য করার ৰমতা ব্যাহত করে

২২. মাদক শুধু মাদকসেবীকে নয় বরং পুরো জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। এর যথার্থ কারণ কী? (উচ্চতর দৰতা)
ক মাদক কাজ করার ৰমতা হ্রাস করে
খ মাদক বিভিন্ন কিডনি রোগ সৃষ্টি করে
গ মাদক গ্রহণে সংসারে অভাব ও অশান্তি সৃষ্টি হয়
● মাদক এইচআইভি–এর সংক্রমণের আশঙ্কা বাড়ায়

২৩. মাদক গ্রহণের ফলে কোন রোগটি হতে পারে? (জ্ঞান) [খুলনা জিলা স্কুল]
ক স্কার্ভি খ জন্ডিস গ রাতকানা ● রক্তচাপ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর----------//

২৪. যারা মাদকদ্রব্য সেবন করে মাদকদ্রব্যের প্রতি তাদের নির্ভরশীলতা– (অনুধাবন) [রংপুর জিলা স্কুল]
i. আর্থিক ii. শারীরিক
iii. মানসিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫. সহিদুল দীর্ঘদিন যাবৎ হেরোইন সেবন করে। কোনো কারণবশত তা সেবন করতে না পারলে– (প্রয়োগ)
i. তার রক্তচাপ কমে যায়
ii. তার শ্বাস–প্রশ্বাসে কষ্ট হয়
iii. সে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৬. মাদকসেবীদের মাদক গ্রহণের মাধ্যমগুলো হলো– (অনুধাবন)
i. ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করানো
ii. ধূমপানের মাধ্যমে গ্রহণ করা
iii. পাউডার হিসেবে খাওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৭. মাদকদ্রব্য সেবনে যে ক্ষতিকর প্রভাব ঘটে– (অনুধাবন)
[খুলনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠা
ii. মানসিক সুস্থতা
iii. উগ্র আচরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮. মাদকদ্রব্য মানসিক স্বাস্থ্যের যেসব ৰতি করে– (অনুধাবন)
i. শেখার ৰমতা হ্রাস করে
ii. মানসিক পীড়ন বাড়িয়ে দেয়
iii. সিদ্ধান্ত নেওয়ার ৰমতা ব্যাহত করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৯. জাবেদ পাড়ার বখাটে ছেলেদের সাথে মিশে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে। এ কারণে সে যেসব রোগে আক্রান্ত হতে পারে– (প্রয়োগ)
i. এইডস
ii. ডায়াবেটিস
iii. ফুসফুসের ক্যান্সার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

◘ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ----------//

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩০ ও ৩১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
খালেদ ছোট বেলা থেকেই খুব মেধাবী। কিন্তু পড়াশোনা শেষ করে দীর্ঘ ৩ বছরেও কোনো চাকরি না পাওয়ায় সে হতাশাগ্রস্ত। সে তার বেকারত্বের গরানিকে ভুলে থাকতে ইদানিং হেরোইন সেবন করছে।

৩০. খালেদের বর্তমান অবস্থাকে কী বলা যায়? (প্রয়োগ)
ক শারীরিক অসুস্থতা খ মানসিক অসুস্থতা
● মাদকাসক্তি ঘ অবসাদগ্রস্ত

৩১. খালেদের ৰেত্রে যে বাক্যগুলো প্রযোজ্য– (উচ্চতর দৰতা)
i. চাপ সহ্য করার ৰমতা বৃদ্ধি পেয়েছে
ii. পরিবারের সদস্যদের সাথে উগ্র আচরণ করে
iii. হেপাটাইটিস–বি এর সংক্রমণের আশঙ্কা বৃদ্ধি পেয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

পাঠ–২ : ধূমপান ও মাদকদ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকার উপায় এবং এ সম্পর্কে অন্যদের ভূমিকা

◘ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

৩২. মাদক গ্রহণের মারাত্মক বদ অভ্যাস থেকে নিজেদের দূরে রাখার জন্য আমাদের সর্বপ্রথম কী করণীয়? (উচ্চতর দৰতা)
ক মাদকাসক্ত বন্ধুদের সঙ্গ ত্যাগ করা
● মাদক গ্রহণ না করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করা
গ অজানা বিষয়ে কৌতূহলী না হওয়া
ঘ মাদক গ্রহণের কুফল সম্পর্কে জানা

৩৩. মানুষের কখন অজানা বিষয়ের প্রতি প্রচণ্ড কৌতূহল থাকে? (জ্ঞান)
ক শৈশবে ● বয়ঃসন্ধিকালে গ মধ্যবয়সে ঘ বৃদ্ধকালে

৩৪. লিখন তার এক বন্ধুকে সিগারেট খেতে দেখে বলল মানব জীবনে মাদকের ৰতিকর প্রভাব অনেক বিস্তৃত। লিখনের এ কথার মর্মার্থ কী? (উচ্চতর দৰতা)
ক কৈশোরকাল মাদক গ্রহণের অনুপযুক্ত সময়
খ মাদক আমাদের রোগ প্রতিরোধ ৰমতা ধ্বংস করে
গ প্রত্যেক মানুষই কখনো না কখনো মাদক গ্রহণ করে
● মাদক গ্রহণ সারা জীবনের জন্য অনুশোচনার কারণ হতে পারে

৩৫. তৌহিদ বয়ঃসন্ধিকালের কিশোর। ধূমপান ও মাদক সেবন থেকে নিজেকে বিরত রাখতে ধারাবাহিক কাজের আওতায় সে প্রথম কোন কাজটি করবে? (প্রয়োগ)
ক মা–বাবার লজ্জিত হওয়ার কথা ভাববে
খ বন্ধুদের মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে বলবে
গ শিৰকের উপদেশ সর্বদা মনে মনে ভাববে
● মাদক সেবনের পরিণতি সম্পর্কে মনে মনে ভাববে

৩৬. মাদকাসক্ত হওয়ার ৰেত্রে কোন বিষয়টি সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে? (জ্ঞান)
ক পরাজয়ের গরানি খ দুর্বল মানসিকতা
● মাদকাসক্ত বন্ধুর প্রভাব ঘ মা–বাবার অনুপস্থিতি

৩৭. মাদকমুক্ত থাকার ৰেত্রে কোন বিষয়টি সবচেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখে? (জ্ঞান)
ক ভালো বন্ধুর সঙ্গ
খ মা–বাবার কঠোর শাসন
● সন্তানের প্রতি অভিভাবকের সতর্ক দৃষ্টি
ঘ ছাত্রদের প্রতি শিৰকদের বন্ধুসুলভ আচরণ

৩৮. ছাত্রদের কাছে কারা আদর্শস্বরূ প? (জ্ঞান)
ক মা–বাবা ● শিৰকরা
গ বন্ধু–বান্ধব ঘ দেশের গুণীজনরা

৩৯. কীভাবে মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা যায়? (অনুধাবন)
ক নিজে মাদক সেবন থেকে বিরত থেকে
খ শিৰকের আদেশ ও উপদেশ মেনে চলে
● মাদকবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলে
ঘ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচারণা চালিয়ে

◘ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর----------//

৪০. কিশোর–কিশোরীরা মাদক সেবন করতে পারে– (অনুধাবন)
i. কৌতূহলবশে
ii. উত্তেজনাবশে
iii. বন্ধু–বান্ধবের প্রভাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪১. কিশোর বয়সে কেউ মাদক সেবন করলে– (অনুধাবন)
i. তার মা–বাবা লজ্জিত হবেন
ii. তার অভিভাবক অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়বেন
iii. তার শিৰকরা বিষয়টি কর্তৃপৰকে জানিয়ে দিবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪২. মাদক গ্রহণ না করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চিহ্নিত করতে হবে– (অনুধাবন)
i. বিপদ ii. সমস্যা
iii. পরিস্থিতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪৩. জহির মাদকের ভয়াবহতা শুনে আঁতকে উঠে। তাকে মাদকমুক্ত থাকতে সহায়তা করবে– (প্রয়োগ)
i. ভালো বন্ধুর সঙ্গ
ii. অভিভাবকের সতর্ক দৃষ্টি
iii. শিৰকের আদেশ ও উপদেশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪৪. কিশোর–কিশোরীদের মাদকমুক্ত রাখতে বিদ্যালয়ের শিৰকদের ভূমিকা সবচেয়ে গুরবত্বপূর্ণ। এর যথার্থ কারণ হলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. ছাত্রছাত্রীর কাছে শিৰক আদর্শস্বরূ প
ii. ছাত্রছাত্রীরা শিৰকদের প্রচণ্ড ভয় পায়
iii. ছাত্রছাত্রীরা শিৰকদের আদেশ ও উপদেশ আন্তরিকভাবে মেনে চলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

◘ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর---------- //

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৫ ও ৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সুজন মাদকসেবী বলে একদিন তার সামনে তার মাকে প্রতিবেশীরা কটু কথা শোনায়। এতে তার খুব খারাপ লাগে এবং সে মাদক সেবন ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

৪৫. সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সুজন প্রথম কোন কাজটি করবে? (প্রয়োগ)
● দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ খ তথ্য সংগ্রহ
গ অসৎ সঙ্গ ত্যাগ ঘ ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ

৪৬. তার সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নের ৰেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে– (উচ্চতর দৰতা)
i. মা–বাবার ভালোবাসা ii. শিৰকের উপদেশ
iii. প্রতিবেশীর আন্তরিকতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

পাঠ–৩ : মাদকাসক্তির ঝুঁকি, ঝুঁকি মোকাবিলার কৌশল

◘ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

৪৭. বাংলাদেশে দিন দিন কাদের সংখ্যা বাড়ছে? (জ্ঞান)
ক খেলোয়াড় খ এইডস রোগী ● মাদকসেবী ঘ সমাজসেবী

৪৮. মাদকাসক্তি বিস্তারের প্রধান কারণ কী? (জ্ঞান)
[গভ. ল্যাবরেটরি হাইস্কুল খুলনা]
ক হতাশা ● মাদক প্রাপ্তির সহজলভ্যতা
গ কৌতূহল ঘ বেকারত্ব

৪৯. মাদকাসক্তদের মধ্যে কাদের সংখ্যা বেশি? (জ্ঞান) [খুলনা জিলা স্কুল]
ক যুবক ● কিশোর–কিশোরী
গ শিশু ঘ বৃদ্ধ

৫০. বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার যথার্থ কারণ কী? (উচ্চতর দৰতা)
ক জনসংখ্যার আধিক্য খ মন্দ বন্ধুর প্রভাব
● মাদক প্রাপ্তির সহজলভ্যতা ঘ মাদকবিরোধী আইনের দুর্বলতা

৫১. বন্ধুদের মাদক গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে কী হয়? (অনুধাবন)
● বন্ধুত্ব নষ্ট হয় খ চরম সর্বনাশ ঘটে
গ ৰতির আশঙ্কা থাকে ঘ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়

৫২. মাদক গ্রহণের প্রস্তাবে সরাসরি 'না' বলা না গেলে কী করণীয়? (উচ্চতর দৰতা)
ক প্রস্তাবকারীর সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করা
খ প্রস্তাবকারীর বিরবদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া
গ প্রস্তাবকারীকে মাদক গ্রহণের কুফল জানিয়ে দেওয়া
● কৌশলে পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য সে স্থান ত্যাগ করা

৫৩. কৌতূহলের বসে কোন ধরনের লোক মাদক গ্রহণ করে? (জ্ঞান)
[সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর]
ক বৃদ্ধরা ● কিশোর–কিশোরীরা
গ সন্ত্রাসীরা ঘ ডাক্তার

৫৪. ছাত্রছাত্রীদের কৌতূহলবশত কোনটি করা অনুচিত? (অনুধাবন)
ক নতুন বিষয় পড়া ● মাদক গ্রহণ করা
গ খেলায় যোগ দেওয়া ঘ অচেনা স্থানে যাওয়া

৫৫. মাদককে 'না' বলার জন্য মিরনকে কী ধরনের মানসিকতা পোষণ করতে হবে? (প্রয়োগ)
● দৃঢ়চেতা হতে হবে খ অহংকারী হতে হবে
গ সরলতা দেখাতে হবে ঘ লোকের কথাকে অগ্রাহ্য করতে হবে

৫৬. মাদক গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের সময় কোন বিষয়ে সতর্ক থাকা একান্ত আবশ্যক? (উচ্চতর দৰতা)
ক সম্পর্ক যাতে নষ্ট না হয়
খ প্রস্তাবকারী যাতে বুঝতে না পারে
গ প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি যাতে গোপন থাকে
● ঝুঁকির পরিস্থিতি যাতে সৃষ্টি না হয়

◘ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর----------//

৫৭. মাদকাসক্তদের একটা বড় অংশ হচ্ছে– (অনুধাবন)
i. তরবণ
ii. কিশোর
iii. কিশোরী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৫৮. বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের মধ্যে রয়েছে– (অনুধাবন)
i. শ্রমজীবী শিশু
ii. রিকশাচালক
iii. যৌনকর্মী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৫৯. মাদক প্রাপ্তির সহজলভ্যতার কারণে মাদকাসক্ত হচ্ছে– (অনুধাবন)
i. পথশিশুরা
ii. শ্রমজীবী শিশুরা
iii. স্কুলগামী শিশুরা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬০. মাদকাসক্ত হওয়ার কারণ হলো– (অনুধাবন)
i. হতাশা
ii. কৌতূহল
iii. মন্দ বন্ধুর চাপ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬১. রিকশাচালক সিরাজ মিয়া নিয়মিত গাঁজা সেবন করে। তার মাদকাসক্তির কারণ হলো– (প্রয়োগ)
i. হতাশা
ii. বেকারত্ব
iii. পারিবারিক অশান্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬২. কিশোর–কিশোরীদের মাদকসেবন করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে পারে– (অনুধাবন)
i. শিৰক
ii. মাদক বিক্রেতা
iii. মাদকসেবী সহপাঠী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৩. স্কুলে যাওয়ার পথে শিমুলের এক আত্মীয় তাকে হেরোইন সেবনের প্রস্তাব দিল। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানে শিমুল বিবেচনা করবে– (প্রয়োগ)
i. নিজের ৰমতা
ii. প্রস্তাবকারীর প্রভাব
iii. প্রস্তাবকারীর আচরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৪. মাদক গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানে কোনো সমস্যা সৃষ্টি না হলে– (অনুধাবন)
i. প্রস্তাবকারীর সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে
ii. প্রস্তাবকারীকে মাদকের কুফল বোঝাতে হবে
iii. প্রস্তাবকারীকে এ পথ থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৫. মাদক গ্রহণের জন্য চাপ সৃষ্টিকারী ব্যক্তি কোনো ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করলে বিষয়টি জানানো যেতে পারে– (অনুধাবন)
i. মা–বাবাকে
ii. অভিভাবককে
iii. স্কুল–শিৰককে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬৬. মিজান নিয়মিত ফেনসিডিল সেবন করে। এটা নিঃসন্দেহে খারাপ– (প্রয়োগ)
i. তার নিজের জন্য
ii. তার পরিবারের জন্য
iii. সমাজের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

◘ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬৭ ও ৬৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রাহাত ও শাকিল ভালো বন্ধু। রাহাত মাঝে মাঝে দলীয় প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে শাকিলের বাড়িতে রাত্রি যাপন করে। একদিন শাকিল তাকে ইয়াবা সেবনের প্রস্তাব দেয়। এতে সে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ে যায়।

৬৭. রাহাত শাকিলকে কী করার জন্য প্ররোচনা দিয়েছে? (প্রয়োগ)
ক ধূমপান ● মাদকসেবন
গ সমাজসেবা ঘ অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন

৬৮. শাকিলের এখন কী করণীয়– (উচ্চতর দৰতা)
i. রাহাতের সাথে বন্ধুত্ব ছিন্ন করা
ii. রাহাতকে মাদকের কুফল বুঝিয়ে বলা
iii. রাহাতকে এ পথ থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

পাঠ–৪ : মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে জনমত গঠন

◘ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

৬৯. বর্তমান সমাজের সবচেয়ে বড় সমস্যা কোনটি? (জ্ঞান) [রংপুর জিলা স্কুল]
ক ধূমপান ● মাদকাসক্তি
গ এইডস ঘ অ্যাসপার্জাস সিনড্রোম

৭০. শামীম সিগারেট খায় বলে স্কুলের কেউ তার সাথে বন্ধুত্ব করতে চায় না। এটি মাদক সেবনের কোন ধরনের সমস্যা? (প্রয়োগ)
ক শারীরিক খ আর্থিক ● সামাজিক ঘ মানসিক

৭১. মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা রোধে কী করা যেতে পারে? (অনুধাবন)
[বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]
ক মাদকদ্রব্যের দাম বৃদ্ধি ● আইনের যথাযথ প্রয়োগ
গ মাদকদ্রব্যের উৎপাদন বন্ধ ঘ মাদক ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ

৭২. মাদকসেবীদের মতে মাদক কী করে? (অনুধাবন)
ক যন্ত্রণা দেয় খ সর্বনাশ ডেকে আনে
গ বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে ● দুঃখ ভুলতে সাহায্য করে

৭৩. আমাদের আশপাশে এমন অনেক মানুষ আছে যারা বিভিন্ন কারণে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে। তাদের জন্য আমাদের কী করণীয়? (উচ্চতর দৰতা)
ক তাদের আলাদা থাকার ব্যবস্থা করা
খ তাদের জন্য আইনি ব্যবস্থা নেওয়া
● তাদের সর্বনাশা পথ থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা
ঘ তাদের মাদকবিরোধী আন্দোলনে উৎসাহিত করা

◘ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

৭৪. মাদক গ্রহণের কারণে মাদকসেবী যেসব সমস্যায় সম্মুখীন হয়– (অনুধাবন)
i. শারীরিক
ii. সামাজিক
iii. অর্থনৈতিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৭৫. মামুন নিয়মিত মদ পান করে। তার এই বদ অভ্যাসের ৰতিকর প্রভাব পড়বে– (প্রয়োগ)
i. তার মা–বাবার ওপর
ii. তার ছেলে–মেয়ের ওপর
iii. তার বন্ধু–বান্ধবের ওপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৭৬. মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা মাদকের অর্থ জোগাড় করতে বিভিন্ন অসামাজিক ও বেআইনি কাজকর্মে লিপ্ত হয়। এরূ প কাজে ৰতিকর প্রভাব পড়ে– (উচ্চতর দৰতা)
i. পরিবারের ওপর
ii. সমাজের ওপর
iii. জাতির ওপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৭৭. মাদকাসক্তির ভয়াবহতা থেকে সবাইকে রৰা করতে– (অনুধাবন)
i. মাদকদ্রব্যের দাম কমাতে হবে
ii. মাদকের বিরুদ্ধে সবাইকে সচেতন করতে হবে
iii. আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৮. মাদক গ্রহণের ৰতিকর দিক তুলে ধরতে হবে– (অনুধাবন)
i. টেলিভিশনে
ii. পত্র–পত্রিকায়
iii. নোটবুকের মলাটে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৭৯. মাদকের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করতে তথ্য প্রচার করা প্রয়োজন– (অনুধাবন)
i. মাদকদ্রব্যের প্রাপ্তিস্থান সম্পর্কে
ii. মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার সম্পর্কে
iii. মাদকদ্রব্যের ভয়াবহতা সম্পর্কে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮০. আশরাফ তার এলাকার লোকজনকে মাদকের বিরুদ্ধে সচেতন করে তুলতে চায়। এ লৰ্যে সে যেসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে পারে– (প্রয়োগ)
i. দলীয় আলোচনা ii. বিতর্ক প্রতিযোগিতা
iii. বিনামূল্যে মাদকদ্রব্য বিতরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

◘ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮১ ও ৮২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রোকন লৰ করল তার এলাকায় তার সমবয়সী ছেলেদের মধ্যে বিভিন্ন মাদকদ্রব্য গ্রহণের প্রবণতা খুব বেড়ে গেছে। সে মনে মনে মাদকসেবীদের করুণ পরিণতির কথা ভেবে শিউরে উঠল।

৮১. রোকনদের এলাকায় কোন সমস্যাটি দেখা দিয়েছে? (প্রয়োগ)
ক খুন খ চুরি গ ডাকাতি ● মাদকাসক্তি

৮২. রোকনের এলাকার সমস্যা সমাধানের ৰেত্রে কার্যকরী পদৰেপ হতে পারে– (উচ্চতর দৰতা)
i. মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে তথ্য প্রচার
ii. মাদকসেবীদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা
iii. মাদকবিরোধী নাটক, র‍্যালির আয়োজন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

পাঠ–৫ : HIV–AIDS-এর ধারণা ও বিস্তার

◘ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

৮৩. বর্তমানে বিশ্বে ঘাতক রোগ বলা হয় কোনটিকে? (জ্ঞান)
ক কলেরা খ জলাতঙ্ক গ গনোরিয়া ● এইডস

৮৪. এইডস কী? (জ্ঞান) [বাগেরহাট সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক মানসিক রোগ খ পুষ্টিহীনতা
● সংক্রামক রোগ ঘ স্বাস্থ্যহীনতা

৮৫. এইডসকে ঘাতকব্যাধি বলা হয় কেন? (অনুধাবন)
ক দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বলে
● রোগীর পরিণাম নিশ্চিত মৃত্যু বলে
গ রোগীর শারীরিক কষ্ট বেশি হয় বলে
ঘ রোগীর সুস্থ হতে অধিক সময় লাগে বলে

৮৬. কোন ভাইরাস দেহের রোগ প্রতিরোধ ৰমতাকে সম্পূর্ণরূ পে নিঃশেষ করে দেয়? (জ্ঞান)
ক রবেলা খ ভেরিওলা ● এইচআইভি ঘ ইনফ্লুয়েঞ্জা

৮৭. HIV কোন রোগের বাহক? (জ্ঞান)
● এইডস খ জলাতঙ্ক গ ফাইলেরিয়া ঘ গনোরিয়া

৮৮. কোন ভাইরাস শরীরের কার্যক্ষমতা নিঃশেষ করে দেয়? (জ্ঞান) [খুলনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
● HIV খ T_2 ফার্য গ Sars ঘ Flue

৮৯. HIV–এর পূর্ণ রূ প কী? (জ্ঞান) [গভ. ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, রাজশাহী]
● Human Immuno deficiency Virus
খ Human Immunodifictic Virus
গ Human Immno Virus
ঘ Humaning Imuno Virus

৯০. AIDS–এর পূর্ণরূ প কী? (জ্ঞান)
ক Acquried Immune Deficiency System
● Acquried Immune Deficiency Syndrome
গ Acquried Immune Dificiency Syndrome
ঘ Acquried Deficiency Syndrome

৯১. HIV ভাইরাস রক্তের কোন অংশ ধ্বংস করে? (জ্ঞান)
ক লোহিত কণিকা খ অণুচক্রিকা
● শ্বেতকণিকা ঘ রক্তরস

৯২. মানবদেহে এইচআইভি প্রবেশ করার কত দিনের মধ্যে শরীরে এইডস–এর লৰণ দেখা যায়? (জ্ঞান)
ক ২ মাস থেকে ১০ বছর ● ৬ মাস থেকে ১০ বছর
গ ১০ মাস থেকে ১০ বছর ঘ ৫ বছর থেকে ১০ বছর

৯৩. এইচআইভি মানব শরীরে প্রবেশের পর তার লৰণ প্রকাশ পেতে যে সময় লাগে তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক ব্যাপ্তিকাল ● সুপ্তাবস্থা গ গুপ্তাবস্থা ঘ প্রকাশকাল

৯৪. HIV বাস করে কোথায়? (জ্ঞান)
ক মস্তিষ্কে ● রক্তে গ রক্ত কণিকায় ঘ পীহায়

৯৫. কোন রোগের কোনো নির্দিষ্ট লৰণ নেই? (অনুধাবন)
● এইডস খ ডেঙ্গু গ ক্যান্সার ঘ টাইফয়েড

৯৬. সুনির্দিষ্ট কয়টি উপায়ে এইচআইভি বিস্তার লাভ করে? (জ্ঞান)
ক ২ ● ৩ গ ৪ ঘ ৫

৯৭. এইচআইভি ছড়ানোর সবচেয়ে বড় কারণ কোনটি? (অনুধাবন)
● অনিরাপদ দৈহিক মিলন খ আক্রান্ত মায়ের দুধ পান
গ আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ ঘ আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে বসবাস

৯৮. কত ভাগ লোক অনিরাপদ দৈহিক মিলনের ফলে এইচআইভিতে আক্রান্ত হয়? (জ্ঞান)
ক ৫৫% খ ৬৪% গ ৭৩% ● ৮০%

৯৯. এইচআইভি ছড়ানোর মাধ্যম কোনটি? (জ্ঞান)
ক বায়ু খ পানি গ খাদ্য ● রক্ত

১০০. শিমুল কোনো ধরনের মাদ্রকদ্রব্য গ্রহণ করে না। সে কীভাবে এইচআইভি দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে? (প্রয়োগ)
ক মশা বা অন্য কোনো পোকার কামড়ে
খ জীবাণুযুক্ত খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করে
গ আক্রান্ত ব্যক্তির পোশাক পরিধান করে
● আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ করে

১০১. এইডস আক্রান্ত মায়ের নিকট থেকে কয়টি পর্যায়ে ভাইরাসটি শিশুর শরীরে সংক্রমিত হতে পারে? (জ্ঞান) [খুলনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক ২ ● ৩ গ ৪ ঘ ৫

১০২. এইডস প্রতিরোধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি নয়? (উচ্চতর দৰতা)
ক রক্তে HIV পরীৰা করা খ ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা
● যৌন আচরণ থেকে বিরত থাকা ঘ নতুন সুচ বা সিরিঞ্জ ব্যবহার করা

◘ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর----------//

১০৩. এইডস একটি– (অনুধাবন)
i. ঘাতকব্যাধি
ii. ভাইরাসজনিত রোগ
iii. সাধারণ ছোঁয়াচে রোগ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০৪. এইচআইভি একটি বিশেষ ভাইরাস– (অনুধাবন)
i. যা এইডস রোগের জীবাণু বহন করে
ii. যা শরীরের রোগ জীবাণু ধ্বংস করে
iii. যা রক্তের শ্বেতকণিকাকে ধ্বংস করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০৫. এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির হতে পারে – (অনুধাবন) [খুলনা জিলা স্কুল]
i. ডায়রিয়া
ii. যক্ষ্মা
iii. নিউমোনিয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১০৬. শাওনের দেহে এইচআইভি ভাইরাস রয়েছে। এ কারণে সে যেসব রোগে ঘন ঘন আক্রান্ত হবে– (প্রয়োগ)
i. জ্বর
ii. ডায়রিয়া
iii. ম্যালেরিয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০৭. আরিফা এইচআইভি দ্বারা আক্রান্ত। এ কারণে তার মধ্যে যেসব সাধারণ লৰণ দেখা দিবে– (প্রয়োগ)
i. মুখে ফেনাযুক্ত ঘা
ii. স্মরণশক্তি হ্রাস
iii. টানাকাশি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১০৮. এইডস–এর প্রধান লৰণ হচ্ছে – (অনুধাবন) [রংপুর জিলা স্কুল]
i. শরীরের ওজন দ্রুত হ্রাস
ii. শুকনো কাশি
iii. বুদ্ধিমত্তা কমে যাওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০৯. যেসব মাধ্যমে এইচআইভি ছড়ায়– (অনুধাবন)
i. রক্ত ii. বীর্য
iii. বায়ু
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১০. এইচআইভি ছড়াতে পারে– (অনুধাবন)
i. আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ করলে
ii. আক্রান্ত মায়ের দুধ পান করলে
iii. আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত সুচ ব্যবহার করলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১১১. শিশুর শরীর এইডস সংক্রমিত হতে পারে– (অনুধাবন)
i. গর্ভকালীন সময়ে ii. প্রসবকালীন সময়ে

iii. মায়ের দুধ পান করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১১২. যেসব কারণে এইচআইভি বিস্তার লাভ করে না– (অনুধাবন)
i. হাঁচি, কাশির মাধ্যমে
ii. এইডস রোগীর সেবা করলে
iii. এইডস রোগীর থালায় খেলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

◘ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর---------- //

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১১৩ ও ১১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
শারীরিক শিৰা ক্লাসে আফজাল স্যার আজ এইচআইভি ও এইডস সম্পর্কে আলোচনা করলেন। আলোচনায় তিনি এইডস–এর লৰণ এবং বিস্তারের উপায়সমূহ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করলেন।

১১৩. আফজাল স্যারের আলোচিত রোগটি বর্তমান বিশ্বে কী নামে পরিচিত? (প্রয়োগ)
ক ছোঁয়াচে রোগ খ কঠিন ব্যাধি
● ঘাতকব্যাধি ঘ অসংক্রামক রোগ

১১৪. উক্ত রোগটির হাত থেকে রৰা পেতে আমাদের যা করণীয়– (উচ্চতর দৰতা)
i. রোগটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা
ii. এ বিষয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা
iii. এ বিষয়ে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

পাঠ–৬ : বাংলাদেশে এইচআইভি ও এইডসের ঝুঁকি এবং ঝুঁকিমুক্ত থাকার উপায়

◘ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

১১৫. কাদের কারণে এইডস বাংলাদেশে মারাত্মক রূ প নিতে পারে? (জ্ঞান)
ক দরিদ্র জনগোষ্ঠী খ অশিৰিত জনগোষ্ঠী
● উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী ঘ এইডস আক্রান্ত জনগোষ্ঠী

১১৬. এইডস সম্পর্কে কাদের বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে? (জ্ঞান)
● অল্পবয়সী মেয়েদের খ অল্পবয়সী ছেলেদের
গ গর্ভবতী মহিলাদের ঘ এইডস আক্রান্ত বৃদ্ধদের

১১৭. বাংলাদেশে কারা এইডস আক্রান্ত হওয়ার ৰেত্রে সবচেয়ে বেশি বেশি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে? (জ্ঞান)
ক শিশুরা খ কিশোররা
● কিশোরীরা ঘ গর্ভবতী মায়েরা

১১৮. বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ কিশোর–কিশোরী? (জ্ঞান)
ক এক–তৃতীয়াংশ খ দুই তৃতীয়াংশ
● এক–চতুর্থাংশ ঘ এক–পঞ্চমাংশ

১১৯. বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর–কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের ফলে কী ঘটে? (অনুধাবন)
ক তাদের শারীরিক সৰমতা বৃদ্ধি পায়
খ তারা পড়াশোনায় মনোযোগী হয়
গ তারা প্রশ্ন করে অনেক কিছু জানে
● তাদের চিন্তা ও আচরণে কৌতূহল জন্মে

১২০. কয় ধরনের তরল পদার্থের আদান–প্রদানের মাধ্যমে এইচআইভি সংক্রমিত হয়? (জ্ঞান)
ক ২ খ ৩ ● ৪ ঘ ৫

১২১. কিশোর–কিশোরীরা কী কারণে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ করে? (অনুধাবন)
ক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে খ জনপ্রিয়তা লাভ করতে
গ দেশের আইন মেনে চলতে ● কৌতূহল ও আবেগে বশবর্তী হয়ে

১২২. কৈশোরের পরিবর্তনে কিশোরী নিতুর মনে নানা কৌতূহল জন্ম নিয়েছে। এই কৌতূহল দূর করতে সে কী করবে? (প্রয়োগ)
ক বন্ধুদের সাথে আলোচনা করবে
● মা–বাবার সাথে খোলামেলা কথা বলবে
গ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করবে
ঘ বিষয়টি ভুলে থাকার চেষ্টা করবে

১২৩. কিশোরী রবনা এইডস থেকে ঝুঁকিমুক্ত থাকতে চায়। এ জন্য সে কোনটি পরিহার করবে? (প্রয়োগ)
● ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ খ অতিরিক্ত বিশ্রাম
গ মুখরোচক খাবার ঘ বাইরে ঘোরাঘুরি

১২৪. বিভিন্ন গণমাধ্যমে এইডস–এর ভয়াবহতা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার কোন ৰেত্রে গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে? (উচ্চতর দৰতা)
ক এইডস–এর প্রতিকার ● আত্মসচেতনতা সৃষ্টি
গ আবেগ ও কৌতূহল প্রশমন ঘ ধর্মীয় অনুশাসন প্রতিষ্ঠা

◘ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর----------//

১২৫. এইডস একটি– (অনুধাবন)
i. জনস্বাস্থ্য সমস্যা
ii. কিশোর বয়সের সমস্যা
iii. আর্থ–সামাজিক সমস্যা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৬. এইডস আক্রান্ত হওয়ার ৰেত্রে বাংলাদেশের কিশোরীরা অন্যদের তুলনায় অধিক ঝুঁকিতে রয়েছে। তাই তাদের যা করণীয়– (উচ্চতর দৰতা)
i. এ বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন হওয়া
ii. এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা
iii. এ রোগের প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৭. বাংলাদেশের কিশোরীদের এইডস আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকার হলো– (অনুধাবন)
i. তাদের বিশেষ শারীরিক বৈশিষ্ট্য
ii. আর্থসামাজিক কাঠামোতে তাদের দুর্বল অবস্থান
iii. অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে তাদের বাধাদানের ৰমতার অভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১২৮. মানুষের শরীরে এইচআইভি ভাইরাস থাকে– (অনুধাবন)
i. রক্তে ii. বীর্যে
iii. যোনিরসে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১২৯. এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ হচ্ছে– (অনুধাবন) [রংপুর জিলা স্কুল]
i. অপরীৰিত রক্ত শরীরে গ্রহণ
ii. অপারেশনে অপরিশোধিত যন্ত্রপাতি ব্যবহার
iii. এইচআইভি আক্রান্ত মায়ের সন্তান ধারণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৩০. বাংলাদেশের কিশোরী বলে লায়লা এইডস আক্রান্ত হওয়ার ৰেত্রে অধিক ঝুঁকিতে রয়েছে। এই ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য তাকে– (প্রয়োগ)
i. ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিহার করতে হবে
ii. ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে হবে
iii. আবেগের বশবর্তী হতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৩১. ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললে এইডস আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা অনেক কমে যায়। এর যথার্থ কারণ হলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. ধর্মনীতিতে নেশা করা নিষিদ্ধ কাজ
ii. ধর্মীয় অনুশাসন মাদকাসক্ত হওয়ার অনুমোদন দেয় না
iii. ধর্মীয় নীতিতে অনৈতিক দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের অনুমতি নেই
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৩২. জহির আহমেদ তার এলাকার লোকজনদের এইডস–এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করতে চান। এ ৰেত্রে তার গৃহীত ব্যবস্থাগুলো হতে পারে– (উচ্চতর দৰতা)

i. র‍্যালির আয়োজন ii. পথনাটকের আয়োজন
iii. ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

◘ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৩৩ ও ১৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বাংলাদেশে এইডস মারাত্মক রূ প ধারণ করতে পারে এ কথা জেনে নবম শ্রেণির ছাত্রী মালিহা আঁতকে ওঠে। তখন তার বাবা তাকে এইডসমুক্ত থাকার উপায়সমূহ বুঝিয়ে বলেন।

১৩৩. উলেরখিত রোগটি থেকে মুক্ত থাকার জন্য মালিহাকে কী প্রশমিত করতে হবে? (প্রয়োগ)

ক রাগ ● আবেগ গ উত্তেজনা ঘ অস্থিরতা

১৩৪. মালিহার আঁতকে ওঠার যথার্থ কারণ হলো– (উচ্চতর দৰতা)

i. এইডস রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত
ii. এইডস একটি প্রতিকারবিহীন রোগ
iii. অল্পবয়সী মেয়েদের এইডস আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

পাঠ–৭ : বাংলাদেশে এইচআইভি ও এইডস–এর ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থান

◘ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

১৩৫. এইডস সর্বপ্রথম কত সালে শনাক্ত হয়? (জ্ঞান)
[বাগেরহাট সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক ১৯৭৮ খ ১৯৮০ ● ১৯৮১ ঘ ১৯৮৩

১৩৬. সর্বপ্রথম এইডস শনাক্ত করে কোন দেশে? (অনুধাবন)
[খুলনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক যুক্তরাজ্যে ● যুক্তরাষ্ট্র গ অস্ট্রেলিয়া ঘ ফ্রান্স

১৩৭. জাতিসংঘের এইডস বিষয়ক সংস্থাটির নাম কী? (জ্ঞান)

ক SARRC খ UNDP ● UNAIDS ঘ UNPED

১৩৮. UNAIDS এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১০ সালের শেষ অবধি বিশ্বে এইডস এ আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা কত ছিল? (জ্ঞান)

ঘ প্রায় দুই কোটি সাতাইশ লাখ খ প্রায় চার কোটি দশ লাখ
গ প্রায় তিন কোটি একান্ন লাখ ● প্রায় তিন কোটি তেত্রিশ লাখ

১৩৯. বর্তমানে বিশ্বে প্রতিদিন কতজন পুরবষ ও মহিলা এইচআইভিতে আক্রান্ত হচ্ছে? (জ্ঞান)

ক প্রায় ৬,৬০০ খ প্রায় ৬,৭০০
● প্রায় ৬,৮০০ ঘ প্রায় ৬,৮৫০

১৪০. নতুনভাবে এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির অধিকাংশই কত বছর বয়সী? (জ্ঞান)

ক ২০ বছরের কম ● ২৫ বছরের কম
গ ৩০ বছরের কম ঘ ৩২ বছরের কম

১৪১. শিৰা ও স্বাস্থ্যসেবার অভাব এইডস আক্রান্ত হওয়ার কোন ধরনের কারণ? (অনুধাবন)

ক নৈতিক ● আর্থসামাজিক গ ধর্মীয় ঘ শারীরিক

১৪২. বাংলাদেশের উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী সামগ্রিকভাবে কত ভাগ HIV–তে আক্রান্ত? (জ্ঞান)

● ১% এর কম খ ১.৫% এর বেশি
গ ২% এর কম ঘ ২.৫% এর বেশি

১৪৩. ২০১০ সালে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে বাংলাদেশে এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তির সম্ভাব্য সংখ্যা কত? (জ্ঞান)

ক প্রায় ৬,৭৮৫ খ প্রায় ৬,৮০০
● প্রায় ৭,৫০০ ঘ প্রায় ৭,৬০০

১৪৪. ২০১০ সালে সরকারি তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে এইচআইভি সংক্রমিত চিহ্নিত ব্যক্তির সংখ্যা কত? (জ্ঞান) [বাগেরহাট সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক ৩৯০ খ ১২০৪ ● ২,৮৭১ ঘ ৭,৫০০

১৪৫. ২০১০ সালে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে এইডস–এ মৃত্যুবরণকারীর সংখ্যা কত? (জ্ঞান)

ক ২৫০ খ ২৮০ গ ৩১০ ● ৩৯০

১৪৬. 'বিশ্ব এইডস দিবস' কত তারিখ? (জ্ঞান)
[বাগেরহাট সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক ১লা সেপ্টেম্বর খ ১লা নভেম্বর
● ১লা ডিসেম্বর ঘ ১লা জানুয়ারি

◘ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

১৪৭. বর্তমান বিশ্বে এইডস এমনই একটি মারাত্মক ব্যাধি যা– (অনুধাবন)

i. মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল কমিয়ে দেয়
ii. মানব সভ্যতার বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে
iii. একটি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৪৮. দরিদ্র দেশসমূহের অল্পবয়সী জনগোষ্ঠী এইচআইভি সংক্রমণে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে– (অনুধাবন)

i. উচ্চ শিৰা
ii. আর্থিক অসামর্থ্য
iii. স্বাস্থ্যসেবার সুযোগের অভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৯. বাংলাদেশে এইডসের ৰেত্রে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী হলো– (অনুধাবন)

i. মাদক গ্রহণকারী
ii. মহিলা ও পুরবষ যৌনকর্মী
iii. পেশাদার রক্ত বিক্রেতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

◘ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৫০ ও ১৫১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

এইডস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইকবাল সাহেব বললেন, এইডস বর্তমান বিশ্বের একটি ঘাতকব্যাধি। তবে আমাদের দেশে এটি এখনো মারাত্মক আকার ধারণ করেনি। তা সত্ত্বেও আমাদের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরবরি।

১৫০. ইকবাল সাহেবের আলোচিত রোগটিতে কারা বেশি আক্রান্ত হচ্ছে? (প্রয়োগ)

ক শিশুরা ● কিশোর–কিশোরীরা
গ অশিৰিত লোকজন ঘ প্রাপ্তবয়স্ক নারী–পুরবষ

১৫১. ইকবাল সাহেব আমাদের দেশের জন্য উক্ত রোগের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরবরি মনে করেন কেন? (উচ্চতর দৰতা)

ক দেশের উন্নতির জন্য
খ সব বিষয়ে সচেতন থাকার জন্য
গ রোগটির প্রতিকার নিশ্চিত করার জন্য
● রোগটিকে ভবিষ্যতে মহামারীরূ প ধারণে বাধা প্রদানের জন্য

পাঠ–৮ : এইচআইভি–এইডস প্রতিরোধে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

◘ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

১৫২. এইডস নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায় কোনটি? (জ্ঞান)

ক প্রতিরোধক টিকা দেয়া খ নির্দিষ্ট ওষুধ খাওয়া
● সংক্রমণ প্রতিরোধ করা ঘ ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া

১৫৩. বাংলাদেশ সরকার কত সালে জাতীয় এইডস কমিটি গঠন করে? (জ্ঞান)

ক ১৯৮১ ● ১৯৮৫ গ ১৯৮৬ ঘ ১৯৮৮

১৫৪. বাংলাদেশে এইডস প্রতিরোধে স্বল্পমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় কত সালে? (জ্ঞান)

ক ১৯৮৫ খ ১৯৮৬ ● ১৯৮৮ ঘ ১৯৯০

১৫৫. বাংলাদেশে ১৯৮৮ সালে এইডস বিষয়ক স্বল্পমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় কার আর্থিক সহায়তায়? (জ্ঞান) [ধানমন্ডি গভ. বয়েজ হাই স্কুল, ঢাকা]
ক জাতিসংঘ খ বাংলাদেশ সরকার
● বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঘ UNAIDS

১৫৬. CAAP কী? (জ্ঞান)
ক সরকারি মেডিকেল কলেজ ● বেসরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান
গ সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ঘ বেসরকারি মেডিকেল কলেজ

১৫৭. কোনো ব্যক্তির শরীরে এইচআইভি আছে কিনা তা কীভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়? (অনুধাবন) [খুলনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক লালা পরীক্ষার মাধ্যমে ● রক্ত পরীৰার মাধ্যমে
গ ত্বকের কোষ পরীক্ষার মাধ্যমে ঘ বাহ্যিক লক্ষণ দেখে

১৫৮. লিখনের প্রায় এক মাস যাবৎ থেমে থেমে জ্বর আসছে এবং পাতলা পায়খানা হচ্ছে। সে আসলেই এইডস আক্রান্ত কিনা তা নিশ্চিত হওয়া যাবে কীভাবে? (প্রয়োগ)
ক মুখে ঘা ● রক্ত পরীৰার মাধ্যমে
গ শুকনা কাশি পরিলৰিত হলে ঘ শরীরের ওজন দ্রুত হ্রাস পেলে

১৫৯. আশার আলো সোসাইটি এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিদের সুস্থ থাকার উপায় জানতে সাহায্য করে। এটা কী ধরনের কাজ? (প্রয়োগ)
ক সামাজিক খ অর্থনৈতিক ● পরামর্শমূলক ঘ সেবামূলক

১৬০. সাম্মী এইডস আক্রান্ত কোন ওষুধটি গ্রহণ করে সে অনেকটা সুস্থ থাকতে পারবে? (প্রয়োগ)
ক এন্টিবায়োটিক ● এন্টিরেট্রোভাইরাল
গ মেট্রোভাইরাল ঘ এন্টিবিট্রাল

১৬১. হাসাব এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিদের সাবলম্বী করে তোলার জন্য বিভিন্ন জেলায় কারিগরি প্রশিৰণ কেন্দ্র চালু করে তাদের প্রশিৰণ দিচ্ছে। এটা কোন ধরনের কাজ? (প্রয়োগ)
ক সেবামূলক খ পরামর্শমূলক গ ব্যবসায়ী ● পুনর্বাসনমূলক

◘ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

১৬২. বেসরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এইডস রোগীদের জন্য যেসব সেবামূলক কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে— (অনুধাবন)
i. আর্থিক সহায়তা দান ii. পরামর্শদান
iii. পুনর্বাসন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬৩. এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন সুস্থ থাকতে পারে— (অনুধাবন)
i. মানসিক সমর্থন ও শক্তি পেলে ii. সঠিক চিকিৎসা পেলে
iii. সেবাযত্ন পেলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৬৪. শিশু জারিফ তার এইডস আক্রান্ত মায়ের দুধপান করে সেও এইডস আক্রান্ত হয়েছে। তার দীর্ঘজীবন লাভের জন্য প্রয়োজন— (প্রয়োগ)
i. উপযুক্ত খাদ্য ii. সহমর্মিতা
iii. সেবাযত্ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৬৫. কোনো ব্যক্তির রক্ত এইচআইভি পজিটিভ হলে ধীরে ধীরে তার রোগ প্রতিরোধ ৰমতা কমে যায়। এৰেত্রে সে যেসব রোগে আক্রান্ত হয়— (উচ্চতর দৰতা)
i. যক্ষ্মা
ii. উচ্চ রক্তচাপ
iii. নিউমোনিয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

◘ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর---------- //

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৬৬ ও ১৬৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

কিশোর জিতুর হঠাৎ করে চর্মরোগ দেখা দিয়েছে। তার বাবা তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে ডাক্তার জানায় জিতু এইডস আক্রান্ত। এতে তার পরিবার খুবই উদ্বিগ্ন।

১৬৬. ডাক্তার কীভাবে জিতুর রোগটির ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে? (প্রয়োগ)
ক জিতুর সমস্যা শুনে খ জিতুর ত্বক পরীৰা করে
● জিতুর রক্ত পরীৰা করে ঘ জিতুর বাবার সাথে কথা বলে

১৬৭. জিতুর পরিবার জিতুকে সুস্থ রাখার জন্য তার যেসব বিষয়ের প্রতি লৰ রাখবে— (উচ্চতর দৰতা)
i. নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ
ii. রুটিন করে বাইরে ঘুরতে যাওয়া
iii. পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও ঘুম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

পাঠ–৯ : অটিজম

◘ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর----------//

১৬৮. অটিজম মূলত কী? (জ্ঞান) [গভ. ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, রাজশাহী]
ক একটি রোগ খ একটি মানসিক সমস্যা
● স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যা ঘ বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যা

১৬৯. কখন থেকে অটিজমের সমস্যা শুরু হয়? (জ্ঞান) [গভ. ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, রাজশাহী]
ক মাতৃগর্ভ খ নবজাতককাল
● প্রাকশৈশবকাল ঘ বয়ঃসন্ধিকাল

১৭০. সাধারণত অটিজম শিশুর লৰণগুলো প্রকাশ পায় শিশু জন্মের কত বছরের মধ্যে? (জ্ঞান) [ধানমন্ডি গভ. বয়েজ হাই স্কুল]
ক এক থেকে দুই বছরের মধ্যে খ এক থেকে তিন বছরের মধ্যে
● দেড় থেকে তিন বছরের মধ্যে ঘ দেড় থেকে সাড়ে তিন বছরের মধ্যে

১৭১. রেখার অনেক বুদ্ধি। তবে সে বেশ কিছু অস্বাভাবিক আচরণ করে। রেখার মধ্যে কোনটি বিদ্যমান? (প্রয়োগ)
ক অটিজম সাইন খ অটিজম–স্পেকট্রাম
● অ্যাসপার্জার্স সিনড্রম ঘ স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার

১৭২. মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের মধ্যে অ্যাসপার্জার্সের হার কত বেশি? (জ্ঞান)
ক পাঁচ গুণ খ ছয় গুণ ● দশ গুণ ঘ নয় গুণ

১৭৩. অটিজমের মূল লৰণ কয়টি? (জ্ঞান)
ক ২ ● ৩ গ ৪ ঘ ৫

১৭৪. অ্যাসপার্জাস শিৰার্থীদের কোনটি অনেক বেশি থাকে? (জ্ঞান)
ক ধৈর্য খ ৰমতা গ সময়জ্ঞান ● শব্দভাণ্ডার

১৭৫. ৩ বছর বয়সী মৌ সবসময় একা থাকতে এবং একা একা খেলতে পছন্দ করে। এটা অটিজম শিশুর কোন ধরনের লৰণ? (প্রয়োগ)
ক শারীরিক ● সামাজিক
গ যোগাযোগ সমস্যা ঘ পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ

১৭৬. অটিস্টিক শিশুর কাছে কোন বাক্যটি সব সময়ই একই অর্থ বহন করে? (জ্ঞান)
ক কাছে এসো ● এদিকে এসো
গ ওদিকে যাও ঘ দূরে যাও

১৭৭. অটিস্টিক শিশুদের অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সমস্যা দেখা দেয় কোনটির ফলে? (অনুধাবন) [ধানমন্ডি গভ. বয়েজ হাইস্কুল]
● ভাষাগত অসুবিধার কারণে খ কথা শুনতে পায় না বলে
গ অন্যের প্রতি মনোযোগী নয় বলে ঘ নিজস্ব নিয়মের মধ্যে চলে বলে

১৭৮. অটিস্টিক শিশুর একটি নির্দিষ্ট শব্দকে বার বার এক নাগাড়ে বলাকে কী বলে? (জ্ঞান) [সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর]
ক ইকোলজি খ ইকোলিয়া
গ ইকোলাম ● ইকোলালিয়া

১৭৯. রনি তার সকল খেলনা এক লাইনে সাজায়। কেউ তার সাজানো খেলনা ভেঙে দিলে সে খুব হতাশ হয়। এটা অটিজমের কোন ধরনের লৰণ? (প্রয়োগ)
ক সামাজিক লৰণ খ যোগাযোগ সমস্যা

● পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ ⓖ বৈষম্যমূলক আচরণ

১৮০. কারা চায় তাদের চারপাশে সবকিছু যেমন আছে তেমনই থাকুক? (জ্ঞান)
ⓚ বুদ্ধিমান শিশুরা ⓚ খুব ছোট শিশুরা
● অটিস্টিক শিশুরা ⓖ অবুঝ শিশুরা

১৮১. কোনো শিশুর মধ্যে অটিজম থাকলে তা কে নির্ধারণ করবে? (জ্ঞান)
ⓚ বাবা–মা ⓚ ভাই–বোন
● বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ⓖ পাড়া–প্রতিবেশী

১৮২. অটিস্টিক শিশুদের জন্য শিৰাদান কার্যক্রম কেমন হওয়া প্রয়োজন? (অনুধাবন)
ⓚ আনন্দদায়ক ⓚ কোলাহলপূর্ণ
ⓖ স্পষ্ট ও সংৰিপ্ত ● নিবিড় ও বিশদ

১৮৩. অটিস্টিক শিশুদের শিৰাদান পদ্ধতি কীভাবে প্রয়োগ করতে হবে? (অনুধাবন)
ⓚ তাদের ইচ্ছা অনুসারে ⓚ একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে
● একাধিক পদ্ধতিতে ⓖ সাধারণ শিৰার্থীদের মতোই

১৮৪. অটিজম শিশুর সবল দিক কোনটি? (অনুধাবন) [রংপুর জিলা স্কুল]
ⓚ সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া
ⓚ কোনো কিছু শিখতে বেশি সময় লাগে না
● দীর্ঘমেয়াদি স্মৃতি
ⓖ সুনিপুণ ভাষা দক্ষতা

১৮৫. অটিস্টিক শিশুদের সহপাঠীদের কী হিসেবে উলেৱখ করা হয়? (জ্ঞান)
ⓚ প্রকৃত বন্ধু ⓚ অটিস্টিক বন্ধু
ⓖ বিপদের বন্ধু ● সহযোগী বন্ধু

১৮৬. অটিস্টিক শিশুদের শিৰাদানকারী সংস্থা কোনটি? (জ্ঞান)
● প্রয়াস ⓚ আশার আলো ⓖ হাসাব ⓖ ক্যাব

◘ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

১৮৭. জন্মের পর শিশুর বয়স বৃদ্ধির সাথে স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে– (অনুধাবন)
i. শারীরিক ৰেত্রে
ii. মানসিক ৰেত্রে
iii. সামাজিক ও যোগাযোগ ৰেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৮৮. শিশুর বিকাশজনিত সমস্যা– (অনুধাবন)
i. এক ধরনের দীর্ঘস্থায়ী অবস্থা
ii. মস্তিষ্ক বিকাশের সময় ঘটে
iii. সম্পূর্ণ শারীরিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৮৯. আশিক অটিজমের শিকার। তার মধ্যে যে সমস্যাগুলো বিশেষভাবে লৰণীয়– (প্রয়োগ)
i. শারীরিক ও বুদ্ধিভিত্তিক
ii. ইন্দ্রিয়ানুভূতি সংক্রান্ত
iii. খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৯০. অ্যাসপার্জাস সিনড্রোমের ৰেত্রে আক্রান্ত শিশুদের– (অনুধাবন)
i. বুদ্ধিভিত্তিক সমস্যা থাকে
ii. ভাষার বিকাশ স্বাভাবিক থাকে
iii. সামাজিক আলাপচারিতায় সমস্যা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৯১. অ্যাসপার্জাস শিৰার্থীদের– (অনুধাবন)
i. শব্দভাণ্ডার অনেক বেশি থাকে
ii. কোনো বিষয়ের প্রতি মনোযোগ কম থাকে
iii. সামাজিক যোগাযোগ রৰায় সমস্যা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৯২. অটিজম আছে এমন শিশুদের সাধারণ কিছু আচরণ হলো– (অনুধাবন)
i. চোখে চোখ না রাখা
ii. ডাকলে দ্রুত সাড়া দেওয়া
iii. অতিরিক্ত চঞ্চলতা বা উত্তেজনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৯৩. অটিজমের মূল শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য হলো– (অনুধাবন)
i. যোগাযোগ ii. সামাজিক মেলামেশা
iii. পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৯৪. লাবনী অটিজমে আক্রান্ত। এ কারণে তার মধ্যে যেসব সামাজিক লৰণসমূহ দেখা যাবে– (প্রয়োগ)
i. অন্যের প্রতি নির্লিপ্ত
ii. অন্যের মনোযোগ পাওয়ার চেষ্টা
iii. অন্যের আদরের প্রতি অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৯৫. অটিস্টিক শিশুদের মধ্যে ভাষা ব্যবহারের ৰেত্রে যেসব অস্বাভাবিকতা দেখা যায়– (অনুধাবন)
i. সঠিক বাক্য গঠন করতে পারে না
ii. অনেক শব্দ দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করে
iii. যে শব্দটি শুনে সেটিই বার বার বলতে থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৯৬. তিন বছর বয়সী রশ্মির মধ্যে বেশ কিছু অস্বাভাবিক আচরণ দেখা দিয়েছে। সে অটিস্টিক শিশু কিনা তা জানতে তার মা–বাবা যাদের সাহায্যে নিতে পারেন– (প্রয়োগ)
i. পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ
ii. শিশু বিশেষজ্ঞ
iii. মনোবিজ্ঞানী
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৯৭. ফারিয়াদের ক্লাসে একজন অটিস্টিক শিশু আছে। ফারিয়া তাকে সাহায্যে করবে– (প্রয়োগ)
i. শ্রেণির কাজ করতে
ii. শিৰাসংক্রান্ত উপকরণ গুছিয়ে রাখতে
iii. অন্যদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৯৮. অটিস্টিক শিশুরা আমাদেরই একজন। তাই তাদের মোটামোটি স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে আমাদের করণীয় হলো– (অনুধাবন)
i. তাদের যথাযথ সাহায্য করা
ii. তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া
iii. তাদের জন্য উপযুক্ত শিৰার ব্যবস্থা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৯৯. অটিজম শিশু শিক্ষাদানের সংগঠন হলো– (অনুধাবন)
[সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর]
i. প্রয়াস
ii. সোয়াক
iii. সায়াথ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর---------- //

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২০০ ও ২০১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

তিন বছর বয়সী জারিফের আচরণে ইদানীং বেশ কিছু অস্বাভাবিকতা দেখা দিয়েছে। তাকে ডাকলে সে সাড়া দেয় না। তাকে কেউ আদর করলে সে বিরক্ত হয়। সে সবসময় একা থাকতে ও খেলতে পছন্দ করে।

২০০. জারিফের আচরণের ভিত্তিতে তাকে কী বলা যায়? (প্রয়োগ)

ক অবুঝ শিশু খ বুদ্ধিমান শিশু
● অটিস্টিক শিশু ঘ প্রতিভাবান শিশু

২০১. জারিফের আচরণের উন্নতির জন্য তার মা–বাবার উচিত– (উচ্চতর দৰতা)

i. তার প্রতি সংবেদনশীল হওয়া
ii. তার প্রতি ইতিবাচক মানসিকতা পোষণ করা
iii. তাকে অন্য সন্তানদের থেকে আলাদা করে রাখা

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন –১ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মাত্র পাঁচ বছর বয়সে লোকমান এক সড়ক দুর্ঘটনায় তার মা–বাবাকে হারায়। তারপর থেকে সে গ্রামের চালের গুদামে কাজ করে। সেখানে অন্যান্য কর্মচারিদের ধূমপান করতে দেখে সেও এক সময় সিগারেট খাওয়া শুরব করে। সিগারেট না খেলে কোনো কাজে তার মনোযোগ আসে না। হঠাৎ একদিন অসুস্থ হয়ে সে ডাক্তারের কাছে যায়। ডাক্তার তাকে ধূমপানের কুফল বুঝিয়ে বলে এবং ধূমপান ত্যাগ করার পরামর্শ দেয়। **[পাঠ–১ ও ২]**

ক. মাদকাসক্তি কী? ১
খ. মাদকদ্রব্য গ্রহণের মাধ্যমগুলো লেখ। ২
গ. ডাক্তার লোকমানকে কী পরামর্শ দিয়েছেন? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. লোকমান কীভাবে ডাক্তারের পরমার্শ মেনে চলতে পারে বলে তুমি মনে কর? তোমার উত্তর বিশেৱষণ কর। ৪

▸◂ ১নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. মাদকাসক্তি বলতে মাদকদ্রব্যের প্রতি প্রচণ্ড আসক্তি বা নেশাকে বুঝায়।

খ. যারা মাদকসেবী তারা নানা পদ্ধতি ও মাধ্যমে মাদকদ্রব্য সেবন করে। যেমন : ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করানো, ট্যাবলেট, পাউডার বা সিরাপ হিসেবে খাওয়া, পানীয় হিসেবে পান করা, ধূমপানের মাধ্যমে গ্রহণ করা। ধূমপানেরও আবার নানা ধরন আছে। যেমন : সিগারেট, বিড়ি, হুঁকা, চুরবট ইত্যাদি।

গ. ডাক্তার লোকমানকে ধূমপান ত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ৰতিকর। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুসারে পৃথিবীতে প্রতি ৮ সেকেন্ডে শুধু ধূমপানজনিত কারণে একজন ব্যক্তির মৃত্যু হচ্ছে। যারা ধূমপান করে তারা এবং ধূমপায়ী ব্যক্তির ছেড়ে দেওয়া ধোঁয়া থেকে অন্যরা নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। উদ্দীপকে লোকমান গুদামের অন্যান্য কর্মচারিদের দেখাদেখি অনেক অল্প বয়স থেকে সিগারেট খাওয়া শুরব করে। এ কারণে তার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের নিম্নোক্ত ৰতি সাধিত হয়েছে–

১. তার শেখার ও কাজ করার ৰমতা হ্রাস পেয়েছে।
২. তার চাপ সহ্য করার ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ৰমতা ব্যাহত হয়েছে।
৩. তার মানসিক পীড়ন বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪. তার মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ ৰয় হয়েছে।
৫. তার খাদ্যাভ্যাস নষ্ট হয়েছে।
৬. তার চোখের দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেয়েছে।
৭. তার দেহে এইচআইভি ও হেপাটাইটিস–বি–এর সংক্রমণের আশঙ্কা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, ধূমপানের কারণে লোকমানের উপরিউক্ত ৰতিসমূহ সাধিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও মারাত্মক ৰতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলেই ডাক্তার তাকে ধূমপান ত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছেন।

ঘ. নির্দিষ্ট কিছু কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করে লোকমান ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলতে পারে বলে আমি নে করি। কারণ লোকমান একজন ধূমপায়ী। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সে খুব অল্প বয়স থেকে ধূমপান করছে। এ কারণে তার শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ৰতি হচ্ছে। এসব ৰতি বিবেচনা করে ডাক্তার তাকে ধূমপান থেকে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। সুস্থভাবে জবিনযাপনের জন্য ডাক্তারের এই পরামর্শ লোকমানের মেনে চলা উচিত। আর তার জন্য তাকে নিচের ধারাবাহিক কার্যক্রমগুলো অনুসরণ করতে হবে :

১. ধূমপান সেবনের ফলে কী অবস্থা হয়, প্রথমে তা মনে মনে ভাববে।
২. ধূমপান করলে ধূমপায়ীর অভিভাবক অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়েন। এ অবস্থা যাতে না হয় সে জন্য ভাববে এবং বিবেচনা করবে।
৩. এরপর ধূমপান না করার বিষয়ে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিবে।
৪. সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৰেত্রে প্রথমে পরিস্থিতি, সমস্যা, বিপদ চিহ্নিত করে এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করবে। তথ্যের প্রেৰিতে করণীয় সমাধান চিহ্নিত করে তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবে।

উপরিউক্ত ধারাবাহিক কার্যক্রমগুলো যথাযথভাবে সম্পাদন করলে লোকমান ডাক্তারের পরামর্শ মেনে ধূমপান থেকে বিরত থাকতে পারবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন –২ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জনির বয়স তখন ১৫ বছর। বিদ্যালয়ে তার অর্ধবার্ষিক পরীৰা চলছে। এ সময় একদিন সে পরীৰা দিয়ে বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি ফিরল। তার কিছুৰণ পর থেকেই তার হাঁচি–কাশি শুরব হলো। তারা পড়ার অসুবিধার কথা চিন্তা করে তার বাবা তাকে তখনই ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। ডাক্তার তাকে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য একটি সিরাপ দিলেন। যা খেয়ে জনির হাঁচি–কাশি সেদিনই কমে গেল। কিন্তু সিরাপটি সুস্বাদু লাগায় সে ফার্মেসি থেকে সিরাপটি কিনে নিয়মিত সেবন করা শুরব কর। বিষয়টি টের পেয়ে তার বাবা তাকে বেহিসেবে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেন এবং তাকে মাদক গ্রহণের ৰতিকর দিকগুলো বুঝিয়ে বলে। জনি তার নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং কাশির ওষুধ সেবন করা বাদ দেয়। **[পাঠ–১ ও ২]**

ক. মাদকদ্রব্য কী? ১
খ. মানবদেহে তামাকের ৰতিকর প্রভাব ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনির কোন অভ্যাসটিকে মাদকাসক্তি বলা যায়? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. জনিকে মাদকমুক্ত করার ৰেত্রে তার বাবার ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

▸◂ ২নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. যেসব দ্রব্য সেবন বা পান করলে তীব্র নেশার সৃষ্টি হয় সেগুলো মাদকদ্রব্য।

খ. তামাক থেকে নিকোটিন নামক পদার্থ বের হয়, যা শরীরে প্রবেশ করে নানাবিধ ৰতিসাধন করে। ধূমপানের ধোঁয়ায় উলেৱখযোগ্য বিষাক্ত গ্যাস ও রাসায়নিক পদার্থ এবং মাদক দ্রব্যের সংমিশ্রণ থাকে। এই পদার্থগুলো রক্তের হিমোগেৱাবিনের অক্সিজেন বহন ৰমতা কমিয়ে দেয়। এছাড়া কতগুলো আঠালো পদার্থ ও হাইড্রোকার্বন প্রভৃতি এতে থাকে, যা ফুসফুসে ক্যান্সার সৃষ্টি করে। এভাবেই তামাক মানবদেহের চরম ৰতিসাধন করে।

গ. জনির নিয়মিত কাশির সিরাপ সেবন করার অভ্যাসটিকে মাদকাসক্তি বলা যায়। কারণ মাদকাসক্তি বলতে মাদকদ্রব্যের প্রতি প্রচণ্ড আসক্তি বা নেশাকে বুঝায়। আর মাদকদ্রব্য হলো সেসব দ্রব্য যা সেবন বা পান করলে তীব্র নেশা সৃষ্টি হয়। কোনো কোনো ওষুধকে ব্যবহারগত কারণে মাদকদ্রব্য বলা হয়। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো ওষুধ অতিরিক্ত সেবন করলে এবং এর প্রতি আসক্তি জন্মালে সেটাও মাদকদ্রব্যের আওতায় পড়ে। উদ্দীপকে জনি নিয়মিত কাশির সিরাপ সেবন করে। কাশির সিরাপ কাশি নিরাময়ের জন্য সেবন করা হয়। এরূ প সিরাপ সেবন করার ফলে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয় এবং শরীরে এক ধরনের ঘুম ঘুম ভাব সৃষ্টি হয়। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া এই সিরাপ সেবন করলে এটা এক ধরনের আসক্তি সৃষ্টি করে। তাই জনির নিয়মিত কাশির সিরাপ সেবনও এক ধরনের মাদকাসক্তি।

ঘ. কিশোর বয়সে ছেলেমেয়েরা না বুঝে কৌতূহল ও আবেগের বশে বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে জীবনে চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। এসব ঝুঁকিপূর্ণ কাজের মধ্যে মাদক সেবন অন্যতম। কিশোর–কিশোরীদের এ রূ প ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে বিরত রাখার ৰেত্রে তাদের মা–বাবারাই মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন। উদ্দীপকে জনি অসুস্থ অবস্থায় একবার ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী কাশির সিরাপ সেবন করে। সিরাপটি সুস্বাদু মনে হওয়ায় এরূ প সিরাপ অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন করলে তার কিরূ প ৰতি হতে পারে তা বিবেচনা না করেই সে নিয়মিত সিরাপটি সেবন করে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তার বাবা তার মাদক সেবনের বিষয়টি টের পেয়ে যায়। তিনি জনিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেন এবং জনিকে মাদক গ্রহণের কুফল ভালো করে বুঝিয়ে বলেন। এতে জনি মাদক সেবনের ৰতিকর দিকগুলো জানতে পারে, নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং নিজেকে মাদক সেবন থেকে বিরত রাখে। জনির বাবা অভিভাবক হিসেবে নিজ সন্তানের প্রতি সঠিক দায়িত্ব পালন করেছেন। সুতরাং জনিকে মাদকমুক্ত করার ৰেত্রে তার বাবার ভূমিকাই মুখ্য।

প্রশ্ন –৩ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রিয়াদ ছোটবেলায় তার মা–বাবার মধ্যে অনেক ঝগড়া হতে দেখেছে। তার বয়স যখন ১১ বছর তখন তার মা–বাবা আলাদা হয়ে যায়। রিয়াদ এখন তার মায়ের সাথে একটা বস্তিতে থাকে। তার মা বিভিন্ন বাড়িতে কাজ করে সংসার চালায়। রিয়াদ সারাদিন সমবসয়ীদের সাথে ঘুরে বেড়ায়। ইদানীং সে কিছু বখাটে ছেলেদের সংস্পর্শে ধূমপানসহ বিভিন্ন ধরনের নেশাদ্রব্যের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে। **[পাঠ–১ ও ২]**

ক. মাদক কী সংক্রমণের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়? ১

খ. বাংলাদেশের প্রচলিত মাদকদ্রব্যগুলো সম্পর্কে লেখ। ২

গ. রিয়াদের মাদকাসক্ত হওয়ার কারণ বর্ণনা কর। ৩

ঘ. রিয়াদের মতো কিশোরদের জন্য আমাদের করণীয় বিশেৱষণ কর। ৪

▸◂ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. মাদক এইচআইভি ও হেপাটাইটিস–বি–এর সংক্রমণের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়।

খ. বাংলাদেশে যে সকল মাদকদ্রব্য প্রচলিত আছে সেগুলো হলো : হেরোইন, আফিম, পেথিড্রিন, ফেনসিডিল; গাঁজা জাতীয় মারিজুয়ানা, ভাং, চরস, ঘুমের ওষুধ, মদ এবং তামাক জাতীয় মাদকদ্রব্য। তামাক গাছের পাতা থেকে তামাকজাতীয় মাদকদ্রব্য তৈরি হয়। তামাক পাতায় নিকোটিন থাকে যা এক ধরনের মাদক। তামাক পাতা দিয়ে বিড়ি, সিগারেট, পানের জর্দা ইত্যাদি তৈরি করা হয়।

গ. রিয়াদের মাদকাসক্ত হওয়ার পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। নিচে সে কারণগুলো বর্ণনা করা হলো :

১. **পারিবারিক কলহ :** রিয়াদ ছোটবেলায় তার মা–বাবার ঝগড়া ও বিচ্ছেদ দেখেছে। এসব ঘটনা রিয়াদের মাদকাসক্ত হওয়ার একটি অন্যতম কারণ। এসব ঘটনা তার মনে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। আর এ অস্থিরতা থেকে মুক্তি পেতেই সে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে।

২. **দরিদ্রতা :** রিয়াদের মাদকাসক্ত হওয়ার আরেকটি কারণ হলো দরিদ্রতা। দরিদ্রতার কারণে তার অনেক ইচ্ছাই অপূর্ণ হয়ে যায়। ফলে তার মনে হতাশা সৃষ্টি হয়। এই হতাশা তাকে মাদকাসক্তির দিকে ঠেলে দিয়েছে।

৩. **অসৎ সঙ্গীর প্রভাব :** রিয়াদের মাদকাসক্ত হওয়ার অন্যতম একটি কারণ হলো অসৎ সঙ্গীর প্রভাব। রিয়াদ বস্তির বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে।

ঘ. রিয়াদ একজন মাদকাসক্ত কিশোর। সে বেশ কিছু পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক কারণে মাদক সেবন করে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে। আমাদের সমাজে রিয়াদের মতো আরও অনেক কিশোর আছে যারা কৌতূহল বা আবেগের বশে বা অন্য যে কোনো কারণে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে। রিয়াদের মতো কিশোরদের মাদকাসক্ত হওয়ার বিষয়টি দেশ ও জাতির জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক ও ৰতিকর। তাই দেশ ও জাতির উন্নতির জন্য আমাদের কিশোর সমাজকে মাদকের এই ভয়াল থাবা থেকে রৰা করতে হবে। রিয়াদের মতো কিশোরদের মাদকমুক্ত করতে আমাদের করণীয় নিচে বিশেৱষণ করা হলো :

১. কিশোর বয়সী ছেলেমেয়েদের নৈতিক শিৰার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। প্রত্যেক পরিবারকে তার সন্তানদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিৰাদানে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

২. মাদকের কুফল সম্পর্কে তাদের জানাতে হবে। মাদকদ্রব্য গ্রহণ করলে তারা যেসব রোগে আক্রান্ত হতে পারে সে সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট ধারণা দিতে হবে।

৩. তাদের জন্য মাদকবিরোধী কনফারেন্স, সেমিনার, আলোচনা সভা প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টায় মাদকাসক্ত কিশোরদের গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত করতে হবে। তাদের দরিদ্রতা দূর করে বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রশ্ন –৪ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

নবম শ্রেণির ছাত্র লিমন গ্রীষ্মের ছুটিতে তার মা–বাবার সাথে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যায়। সেখানে সে মা–বাবার অগোচরে কিছু বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশে হেরোইন সেবন করে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। ঢাকায় ফেরার পরে ছেলের অসংলগ্ন আচার–আচরণ দেখে লিমনের মা–বাবা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার ভয়ে তারা লিমনকে

মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে না পাঠিয়ে ঘরে আটকে রেখে মাদক সেবন থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। মাদক সেবন করতে না পেরে লিমন একদিন আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। সে কাচের গৰাস ভেঙে তা দিয়ে নিজের হাতে রগ কেটে ফেলে। এতে তার মৃত্যু হয়। **[পাঠ–১ ও ২]**

ক. তামাক পাতায় কী থাকে? ১

খ. মাদক মানসিক স্বাস্থ্যের কী কী ৰতি করে? ২

গ. লিমনের মা–বাবা কিরূ প পদৰেপ নিলে এ করৰণ পরিণতি ঘটত না? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. লিমনকে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে না পাঠানোর ফলাফল বিশেৱষণ কর। ৪

▸◂ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. তামাক পাতায় নিকোটিন থাকে যা এক ধরনের মাদক।

খ. মাদক মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপক ৰতি করে থাকে। মাদক গ্রহণের ফলে একজন ব্যক্তির শেখার ও কাজ করার ৰমতা হ্রাস পায়। মাদকের ৰতিকর প্রভাব ব্যক্তির চাপ সহ্য করার ৰমতা হ্রাস করে এবং সিদ্ধান্ত নেয়ার ৰমতাকেও কমিয়ে দেয়। তাছাড়া মাদক একজন ব্যক্তির মানসিক পীড়নও বাড়িয়ে দেয়।

গ. লিমনের মা–বাবা লিমনের মাদকাসক্তির কারণে লোকলজ্জার ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত না হয়ে লিমনকে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে পাঠালে এমন করৰণ পরিণতি ঘটত না। কারণ মাদক সেবনের ফলে মাদকের প্রতি প্রচণ্ড শারীরিক ও মানসিক নির্ভরতা সৃষ্টি হয়। ফলে সে বার বার মাদক গ্রহণ করে। মাদকাসক্ত ব্যক্তি যদি কোনো কারণে মাদকদ্রব্য সেবন করতে না পারে তখন তাদের মধ্যে মাদকের অভাবজনিত বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয়। যেমন : মেজাজ খিটখিটে হয়, ক্ষুদামন্দা হয় এবং আচরণ আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। লিমনের ৰেত্রে তেমনটাই ঘটেছে। লিমন মাদক সেবন করতে না পেরে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে এবং কাচের গৰাস ভেঙে তা দিয়ে নিজের হাতের রগ কেটে ফেলে। এতে তার মৃত্যু হয়। লিমনের এই করৰণ পরিণতির জন্য তার মা–বাবার ভুল সিদ্ধান্তই দায়ী। তারা যদি লিমনকে ঘরে আটকে না রেখে তাকে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে পাঠিয়ে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করত তাহলে লিমনের জীবনে এমন করৰণ পরিণতি ঘটত না।

ঘ. মাদকদ্রব্য সেবন করলে মানুষের স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক অবস্থার ওপর ৰতিকর প্রভাব পড়ে। শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উলেৱখযোগ্য নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটে। মাদকদ্রব্যের প্রতি তাদের নির্ভরশীলতা সৃষ্টি হয়। এই নির্ভরশীলতা কাটিয়ে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা মাদকসেবীর পৰে সম্ভব হয় না। তাকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কিন্তু লিমনের মা–বাবা তাকে নিরাময় কেন্দ্রে না পাঠানোর ফলে তার সঠিক চিকিৎসা হয়নি। বরং তারা লিমনকে আটকে রাখায় সে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করতে পারেনি বলে আরও বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছিল। কারণ মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে মাদকদ্রব্য প্রদান হঠাৎ করে বন্ধ না রেখে আস্তে আস্তে কমিয়ে মাদক দ্রব্য গ্রহণ করতে দিতে হয়। শুধু মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে এভাবে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। লিমনের মা–বাবা লিমনকে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে না পাঠিয়ে নিজেরা ভালো করার চেষ্টা করায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে শেষে পর্যন্ত তার মৃত্যু ঘটে।

প্রশ্ন –৫ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রববেল সাহেব একজন সমাজসেবী। তিনি একটি বেসরকারি এনজিওর সাথে যুক্ত থেকে সমাজসেবামূলক নানা কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়ে থাকেন। কিন্তু তিনি একজন ধূমপায়ী। তার ধারণা ধূমপান করলে তার ক্লান্তি চলে যায়, নিজেকে সতেজ মনে হয় এবং তার কর্ম উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। আসলে তিনি বোকার স্বর্গে বাস করছেন। কেননা একজন সমাজসেবী হয়েও তিনি নিজের এবং সমাজের চরম ৰতি করছেন। তামাক গ্রহণে এরূ প ধারণাই বর্তমানে একটি বড় সামাজিক সমস্যা। **[পাঠ–১ ও ২]**

ক. মাদকদ্রব্য পারিবারিক জীবনে কিরূ প প্রভাব ফেলে? ১

খ. মাদক গ্রহণের দুটি নেতিবাচক প্রভাব লেখ। ২

গ. রববেল সাহেব তার ভুল ধাণার কারণে কেমন ঝুঁকির মধ্যে আছেন? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলিৱখিত সমস্যাটি নিরসনে কী ধরনের পদৰেপ নেওয়া উচিত– বিশেৱষণ কর। ৪

▸◂ ৫নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. মাদকদ্রব্য পারিবারিক জীবনে যন্ত্রণাদায়ক প্রভাব ফেলে।

খ. মাদক গ্রহণের দুটি নেতিবাচক প্রভাব :

i. মাদক গ্রহণ শারীরিক সুস্থতার ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে। মাদকদ্রব্য সেবন মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলোকে ধ্বংস করে, সূক্ষ্ম অনুভূতি কমিয়ে দেয় এবং খাদ্যভাস নষ্ট করে দেয়।

ii. মাদক গ্রহণ করলে খাদ্যনালি ও শ্বাসনালির ক্যান্সার, লিভার সিরোসিস ও ব্লাড প্রেসার হয়ে থাকে।

গ. রববেল সাহেব একজন ধূমপায়ী। তিনি মনে করেন ধূমপান করলে তার ক্লান্তি দূর হয়, শরীর ও মনে সতেজ ভাব আসে এবং কর্ম উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এটা তার ভুল ধারণা এবং এই ভুল ধারণার কারণে তিনি নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন। কেননা নিয়মিত ধূমপানের কারণে একজন ধূমপায়ী ব্যক্তির মধ্যে নিম্নোক্ত ৰতিকারক অবস্থা ও রোগ দেখা দেয় :

i. ধূমপায়ীরা দ্রুত রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

ii. ধূমপায়ীরা কোনো না কোনো রোগে ভোগে। যেমন : ফুসফুস ক্যান্সার, ঠোঁট, মুখ, ল্যারিংক্স, গলা ও মূত্রথলির ক্যান্সার, ব্রংকাইটিস, পাকস্থলীতে ৰত এবং হৃদযন্ত্র ও রক্তঘটিত রোগ।

iii. পরীৰায় দেখা গেছে যারা বেশি ধূমপান করে, তাদের আয়ু কমে যায় ও নানা রোগের শিকার হয়।

iv. যেসব লোক ধূমপান করে না অথচ ধূমপায়ীদের কাছাকাছি থেকে ধূমপায়ীর নির্গত ধোঁয়া প্রশ্বাসের সঙ্গে নেয় তাদের ৰতি বেশি হয়।

v. তাছাড়া ধূমপানে আসক্তির সৃষ্টি হয়। এটির প্রচুর পরিমাণ সেবনে এর প্রতি নির্ভরশীলতা তৈরি হয়। তখন ধূমপান না করলে কোনো কাজে মন বসে না এবং শরীরের কর্মৰমতা কমে যায়। তাছাড়া ধূমপানের কারণে মানুষ মানসিকভাবে অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে।

তাই একজন ধূমপায়ী হিসেবে রববেল সাহেব উপরে উল্লিখিত শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার ঝুঁকি বহন করছেন।

ঘ. উদ্দীপকের উলিৱখিত সমস্যাটি হচ্ছে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যাপক ব্যবহার। এর ফলে সমাজে বসবাসকারী মানুষের স্বাস্থ্যহানি ও ধীরে ধীরে গুরুতর জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ায় সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই এরূ প পদার্থের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে আমাদের নিম্নোক্ত পদৰেপসমূহ গ্রহণ করা উচিত :

i. সামাজিকভাবে মানুষের ভিতর সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এলাকাভিত্তিক ব্যাপক গণসচেতনতামূলক প্রচারণা চালাতে হবে।

ii. প্রয়োজনে এলাকার লোকজন একত্রিত হয়ে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যেন উন্মুক্ত স্থানে কেউ ধূমপান করতে না পারে।

iii. ইতিমধ্যেই সরকার বাস, রেল, খোলা স্থানে, রেস্তোরাঁয়, অফিস, হাসপাতাল, রেলস্টেশন প্রভৃতি এলাকায় ধূমপান নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়ন করেছে এবং নির্দেশ অমান্যকারীর জন্য দণ্ডনীয় শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছে। এই আইন প্রয়োগের ব্যাপারে সরকারকে আরও দৃঢ় হতে হবে।

iv. স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য শিৰাপ্রতিষ্ঠানের নিকটে সিগারেট ও তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও বিক্রয় সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন।

v. আমাদের পারিবারিক বন্ধন এবং পারিবারিক মূল্যবোধকে আরও দৃঢ় করা প্রয়োজন, যাতে ধূমপানকে ঘৃণা করার শিৰা আমরা পরিবার থেকেই পাই।

vi. বিভিন্ন শিৰাপ্রতিষ্ঠানে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের মরণফাঁদ সম্পর্কিত সচেতনতামূলক পোস্টার সংযুক্ত করতে হবে।

এভাবেই আমরা আমাদের সমাজ থেকে তামাক ও তামাকজাতদ্রব্যকে বিতাড়িত করতে পারি।

প্রশ্ন –৬ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রফিক নবম শ্রেণির ছাত্র। সে বন্ধুদের প্ররোচনায় প্রায়ই ধূমপান করে। রকিবের শ্রেণিশিক্ষক বিষয়টি বুঝতে পেরে শ্রেণিতে ধূমপান নিয়ে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন ধূমপানের কুফল সুদূরপ্রসারী এবং এটি সেবন করা থেকে আমাদের সবাইকে বিরত থাকতে হবে।

[পাঠ–১ ও ২] [সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর]

ক. পৃথিবীতে ধূমপান জনিতকারণে একজন ব্যক্তির মৃত্যু হচ্ছে কত সেকেন্ডে? ১

খ. ওষুধ ও মাদকদ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। ২

গ. রফিকের গ্রহণকৃত দ্রব্যটি কীভাবে শরীরে প্রভাব বিস্তার করে?ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আলোচিত দ্রব্যটি সেবন করা থেকে বিরত থাকার উপায়সমূহ আলোচনা কর। ৪

▸◂ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. পৃথিবীতে ধূমপানজনিত কারণে একজন ব্যক্তির মৃত্যু হচ্ছে প্রতি ৮ সেকেন্ডে।

খ. ওষুধ ও মাদকদ্রব্যের পার্থক্য নিম্নরূ প :

ওষুধ	মাদকদ্রব্য
১. ওষুধ সেবন করলে রোগমুক্তি ঘটে।	১. মাদক সেবনে শরীরে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি হয়।
২. ওষুধ গ্রহণের মাত্রা নির্ধারিত থাকে।	২. মাদকদ্রব্য গ্রহণের মাত্রা নির্ধারিত থাকে না, দিন দিন বৃদ্ধি পায়।
৩. অসুখ সেরে গেলে ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন হয় না।	৩. মাদকে একবার আসক্ত হলে সহজে ছাড়া যায় না।

গ. রফিক ধূমপান করে অর্থাৎ মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে। মাদকদ্রব্য শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। মাদকদ্রব্য মানব শরীরে যেসব ক্ষতিকর প্রভাব বিার করে সেগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো :

১. ধূমপান করলে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ ধ্বংস হয়।

২. নিয়মিত ধূমপানে খাদ্যাভ্যাস নষ্ট হয়, চোখের দৃষ্টি কমে আসে।

৩. ধূমপান করলে ধমনির ভেতর কোলেস্টেরল জমে। তাই হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

৪. ধূমপানে গ্যাস্ট্রিক ও আলসারের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

৫. দীর্ঘদিন ধূমপানের ফলে খাদ্যনালি ও ফুসফুসের ক্যান্সার, কিডনি রোগ, উচ্চ রক্তচাপ প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়।

ঘ. উদ্দীপকের আলোচিত দ্রব্যটি হলো ধূমপান তথা মাদকদ্রব্য। মাদকদ্রব্য গ্রহণ করলে জীবনে চরম ভোগান্তি নেমে আসে। তাই আমাদের সকলের উচিত সর্বনাশা একই মাদক গ্রহণ থেকে বিরত থাকা। ধূমপান ও মাদক সেবন থেকে বিরত থাকতে হলে আমাদের নিচের ধারাবাহিক কার্যক্রমগুলো অনুসরণ করতে হবে :

১. ধূমপান ও মাদক সেবনের ফলে কী অবস্থা হয়, প্রথমে তা মনে মনে ভাবতে হবে।

২. ধূমপান বা মাদক সেবনের ফলে মা–বাবা, ভাই–বোন বা অভিভাবক এক অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়বেন, লজ্জিত হবেন। শিক্ষকেরা বিষয়টিকে ভালোভাবে গ্রহণ করবেন না। এ অবস্থা যাতে না হয় সেজন্য ভাবতে ও বিবেচনা করতে হবে।

৩. এরপর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মনস্থির করতে হবে। ধূমপান বা মাদক সেবন না করার বিষয়ে প্রথমেই দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে পারলে এ সর্বনাশা কাজ থেকে বিরত থাকা যায়।

৪. সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রথমে পরিস্থিতি, সমস্যা, বিপদ চিহ্নিত করে এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এ তথ্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক কিংবা অন্যকোনো সূত্রে সংগ্রহ করতে হবে। তথ্যের প্রেক্ষিতে করণীয় সমাধান চিহ্নিত করে তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হতে হবে।

৫. ধূমপান ও মাদক সেবন থেকে শুধু নিজে বিরত থাকলে চলবে না, বন্ধুবান্ধব, সহপাঠী, পরিচিতজনকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে হবে তারা যেন এ মারাত্মক নেশা থেকে দূরে থাকে।

৬. মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর দিক জেনে সবার উচিত এ থেকে নিজে মুক্ত থাকা, বন্ধুবান্ধব ও অন্যদেরকে এর কবল থেকে মুক্ত থাকতে অর্থাৎ মাদকদ্রব্য গ্রহণ করা থেকে সবাইকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করা।

উপরিউক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও পারিবারিক ও সামাজিকভাবে কিছু পদক্ষেপ নিয়ে আমরা মাদকদ্রব্য গ্রহণ করা থেকে সবাইকে বিরত রাখতে পারি। এক্ষেত্রে শিৰক, অভিভাবক, পিতামাতা, সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, গণমাধ্যমসমূহ বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন।

প্রশ্ন –৭ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শফিক ও তাহের ভালো বন্ধু। তারা প্রতিদিন এক সাথে স্কুলে যায় এবং স্কুল থেকে ফিরে এক সাথে মাঠে খেলা করে। তারা একে অপরের পারিবারিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। একবার শফিক তাহেরদের একটা পারিবারিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে সেখানেই রাত্রি যাপন করে। তাহের সেদিন রাতে শফিককে ইয়াবা সেবনের প্রস্তাব দেয়। বন্ধুত্ব নষ্ট হবে ভেবে শফিক তাহেরের প্রস্তাবে রাজি হয় এবং জীবনে চরম সর্বনাশ ডেকে আনে। **[পাঠ–৩ ও ৫]**

ক. যে কোনো মাদক কাদের জন্য খারাপ? ১

খ. এইডস–এর সাধারণ লৰণসমূহ লেখ। ২

গ. শফিক কোন ধরনের ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছিল? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. শফিক কীভাবে উক্ত ঝুঁকি মোকাবিলা করতে পারত বলে

তুমি মনে কর? তোমার উত্তর বিশেৱষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যে কোনো মাদক নিঃসন্দেহে নিজের, পরিবারের ও সমাজের জন্য খারাপ।

খ. এইডস রোগের নির্দিষ্ট কোনো লৰণ নেই। তবে এইডস আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে নিম্নোক্ত সাধারণ লৰণসমূহ দেখা দেয়–

i. এক মাসের বেশি সময় ধরে এক টানা কাশি,
ii. সারা দেহে চুলকানিজনিত চর্মরোগ,
iii. মুখ ও গলায় ফেনাযুক্ত এক ধরনের ঘা,
iv. লসিকাগ্রন্থি ফুলে যাওয়া,
v. স্মরণ শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা কমে যাওয়া।

গ. শফিক মাদকাসক্তির ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছিল। কেননা মাদকাসক্তির ঝুঁকি বলতে মাদকসেবী ও মাদক ব্যবসায়ী কর্তৃক মাদকমুক্ত ব্যক্তিদের মাদক গ্রহণের ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করাকে বুঝায়। এ রূ প চাপ মাদকমুক্ত ব্যক্তিদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। কারণ তারা যদি মাদক গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তাহলে প্রস্তাবকারীর সাথে তাদের সম্পর্ক নষ্ট হয়। কোনো কোনো ৰেত্রে ৰতির আশঙ্কাও থাকে। আবার যদি চাপের কাছে নতি স্বীকার করে মাদক গ্রহণ শুরব করে তাহলে তাদের জীবনে চরম সর্বনাশ ঘটে। উদ্দীপকে শফিক ও তাহের ভালো বন্ধু। তবে তাহের একজন মাদকসেবী। সে একদিন তাহেরকে ইয়াবা নামক মাদকদ্রব্য গ্রহণের প্রস্তাব দেয়। শফিক বন্ধুত্ব নষ্ট হবে ভেবে তাহেরের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায় এবং ইয়াবা সেবন করে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। তাই বলা যায়, বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রাখতে গিয়ে শফিক মাদকাসক্তির ঝুঁকির সম্মুখীন হয়।

ঘ. মাদকদ্রব্য গ্রহণের জন্য কিশোর–কিশোরীদের উপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয়। বন্ধু বা সহপাঠীদের মধ্যে কেউ মাদকসেবী থাকলে সে প্রস্তাব দিতে বা চাপ সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া মাদক ব্যবসায়ী বা মাদক বিক্রেতারাও কিশোর–কিশোরীদের মাদক গ্রহণের জন্য প্রচারিত করতে পারে। এভাবে কিশোর–কিশোরীদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। তাই এরূ প পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তাদের কৌশলী ও দৃঢ়প্রত্যয়ী হতে হয়। উদ্দীপকে শফিক তাহেরের সাথে তার বন্ধুত্ব বজায় রাখতে গিয়ে তাহেরের ইয়াবা গ্রহণের প্রস্তাবে রাজি হয়ে জীবনে চরম সর্বনাশ ডেকে আনে। তবে সে যদি একটু কৌশলী হতো তাহলে এরূ প ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি সহজেই মোকাবিলা করতে পারত। তার উচিত ছিল তাহেরের প্রস্তাবটি কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া এবং পরবর্তীতে সময় সুযোগ বুঝে তাহেরকে ব্যক্তি জীবনে মাদক গ্রহণের করবণ পরিণতি এবং সেই সাথে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ৰেত্রে এর ৰতিকারক প্রভাব সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝিয়ে বলা। তাহলে সে নিজে মাদকমুক্ত থাকতে পারত এবং বন্ধুকেও এর ৰতিকারক প্রভাব থেকে মুক্ত করতে পারত। তাই বলা যায়, ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবিলায় শফিক একটু কৌশলী হলেই মাদকাসক্তির ঝুঁকি মোকাবিলা করতে পারত।

প্রশ্ন –৮ ▸ নিচের চিত্রটি লৰ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

[পাঠ–১ ও ৪]

ক. ওষুধকে কী কারণে মাদকদ্রব্য বলা হয়? ১
খ. শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর মাদকের প্রভাব লেখ। ২
গ. উদ্দীপকের স্লোগানটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উলিৱখিত সমস্যাটির বিরবদ্ধে জনমত সৃষ্টির উপায়সমূহ বর্ণনা কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ওষুধকে ব্যবহারগত কারণে মাদকদ্রব্য বলা হয়।

খ. মাদকদ্রব্য মাদকসেবীর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ৰেত্রে ৰতিকর প্রভাব ফেলে। নিচে শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর মাদকের প্রভাব উলেৱখ করা হলো :

১. শরীর দিনদিন দুর্বল হয়ে যায়।
২. শ্বাস–প্রশ্বাসের ৰেত্রে সমস্যা হয়।
৩. চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে যায়।
৪. গ্যাস্ট্রিক ও আলসারের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে।
৫. বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারসহ কিডনি ও রক্তের বিভিন্ন রোগ হতে পারে।

গ. উদ্দীপকের সেরোগানটি হলো মাদক সম্পর্কে। এখানে বলা হয়েছে মাদক আমাদের কিছুই দেয় না বলং সব কেড়ে নেয়। মাদকদ্রব্য বলতে সেই সব দ্রব্যেকে বুঝানো হয়েছে যা গ্রহণের ফলে আমাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটে এবং ওই দ্রব্যের প্রতি নির্ভরশীলতা সৃষ্টির পাশাপাশি দ্রব্যটি গ্রহণের পরিমাণ ক্রমশই বাড়তে থাকে। মাদকসেবীরা মনে করে মাদক মানুষকে দুঃখ ভোলতে সাহায্য করে এবং আনন্দ দেয়। প্রকৃতপৰে এটি ভুল ধারণা। কারণ মাদক মানুষকে আনন্দ দেয় না, বরং তার জন্য যন্ত্রণা টেনে আনে। মাদক মানসিক স্বাস্থ্যের ৰতি করে। শেখার ও কাজ করার ৰমতা হ্রাস করে এবং চাপ সহ্য করার ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ৰমতাকে ব্যাহত করে। ফলে মানসিক পীড়ন বৃদ্ধি পায়। এটি মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষকে ধ্বংস করে। খাদ্যাভ্যাস নষ্ট করে এবং চোখের দৃষ্টিশক্তি কমিয়ে দিয়ে শারীরিক সুস্থতাও বিনষ্ট করে। এছাড়াও খাদ্যনালি ও ফুসফুসের ক্যান্সার, কিডনির রোগ ও রক্তচাপ প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি করে। তাছাড়াও মাদক পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ৰতিকর প্রভাব ফেলে। মাদকাসক্ত ব্যক্তির কারণে পরিবারের শান্তি নষ্ট হয়।

অতএব, উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, মাদক কিছুই দেয় না বরং কেড়ে নেয় সবকিছু।

ঘ. উদ্দীপকে উলিৱখিত সমস্যাটি হলো মাদকাসক্তি। এটি বর্তমান সমাজের জন্য একটি বড় সমস্যা। কারণ মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা মাদকের অর্থ জোগাড় করার জন্য চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানিসহ বিভিন্ন অসামাজিক বেআইনি কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতির জন্য ৰতি বয়ে আনে। এ জন্য মাদকের বিরবদ্ধে জনমত সৃষ্টি করতে হবে। মাদকের বিরবদ্ধে জনমত সৃষ্টির উপায়সমূহ নিচে বর্ণনা করা হলো :

১. বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে মাদকের বিরুদ্ধে সেৱাগান ব্যবহার করা।
২. রেডিও–টেলিভিশন, পত্রপত্রিকা ইত্যাদিতে বিভিন্ন প্রকার মাদকদ্রব্য গ্রহণের ৰতিকর দিক তুলে ধরা।
৩. মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও ভয়াবহতা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রচার করা।
৪. মাদকবিরোধী সভা–সমিতি, পথনাটক, গান, কবিতা, নাটক, যাত্রা পালা, অভিনয়, র‍্যালি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।
৫. মসজিদ, মন্দির, গির্জায় মাদকবিরোধী ধর্মীয় বিধান তুলে ধরা ও মাদক গ্রহণের ৰতিকর দিক সম্পর্কে আলোচনা এবং মাদক গ্রহণ থেকে বিরত থাকার জন্য সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা।
৬. মাদক ও ধূমপানবিরোধী দিবস পালনসহ অন্যান্য সময়ে বিদ্যালয়ে মাদকবিরোধী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা। যেমন : দলীয় আলোচনা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, লিফলেট বিতরণ, পোস্টার প্রদর্শন ইত্যাদি।
৭. শিৰাপ্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন অফিস, সংস্থা, দফতরকে ধূমপান ও মাদকমুক্ত এলাকা ঘোষণাপূর্বক তা কার্যকর করা।
৮. স্কুলের খাতা, নোটবুকের মলাটে মাদকবিরোধী সেৱাগান দিয়ে সকলকে সচেতন করা।

সর্বোপরি মাদকদ্রব্য সহজে না পাওয়ার জন্য যে আইন আছে সে আইনের যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে।

প্রশ্ন –৯ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মাদককে না বলুন | এইডস এর পরিণাম নিশ্চিত মৃত্যু

[পাঠ–১ ও ৫] [খুলনা মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ]

ক. AIDS এর পূর্ণরূ প কী? ১
খ. মানবদেহে কোন কোন উপায়ে HIV এর সংক্রমণ ঘটে? ২
গ. A চিহ্নিত স্লোগানটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. B চিহ্নিত স্লোগানটির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক. AIDS–এর পূর্ণরূ প হলো Acquired Immune Deficiency Syndrome.

খ. HIV একটি নীরব ঘাতক। এই নীরব ঘাতকের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এর বিস্তার সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। মানবদেহে নির্দিষ্ট কয়েকটি উপায়ে HIV প্রবেশ করে। নিচে সেই উপায়গুলো উল্লেখ করা হলো :
১. অনৈতিক ও অনিরাপদ দৈহিক মিলন।
২. আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ, অঙ্গ প্রতিস্থাপন কিংবা তার ব্যবহৃত সুচ–সিরিঞ্জের ব্যবহার।
৩. আক্রান্ত মায়ের শরীর থেকে শিশুর শরীরে সংক্রমণ।

গ. উদ্দীপকের A চিহ্নিত স্লোগানটি হলো 'মাদককে না বলুন'। অর্থাৎ মাদক গ্রহণ থেকে বিরত থাকুন। মাদক গ্রহণ মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। যে ব্যক্তি মাদক সেবন করে সে তার জীবনের করুণ পরিণতি ডেকে আনে। তাই আমাদের সকলের উচিত নিজে মাদক গ্রহণ থেকে বিরত থাকা এবং অন্যকে মাদক গ্রহণ থেকে বিরত রাখা। নিচে মাদক গ্রহণ থেকে যেসব কারণে আমাদের বিরত থাকা উচিত সেগুলো বর্ণনা করা হলো :
১. মাদকদ্রব্য মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। যেমন– শেখার ও কাজ করার ক্ষমতা হ্রাস করে, চাপ সহ্য করার ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে ব্যাহত করে। তাছাড়া মানসিক পীড়ন বাড়িয়ে দেয়।
২. মাদকদ্রব্য পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে যন্ত্রণাদায়ক প্রভাব ফেলে। মাদকসেবী পরিবারের সদস্যদের সাথে উগ্র আচরণ করে। ফলে পরিবারের শান্তি নষ্ট হয়।
৩. মাদকদ্রব্য শারীরিক সুস্থতার ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে। মাদকদ্রব্য সেবন মস্তিষ্কের স্নায়ু ধ্বংস করে খাদ্যাভ্যাস নষ্ট করে। চোখের দৃষ্টিশক্তি কমিয়ে দেয়।
৪. কিছু কিছু মাদক এইচআইভি ও হেপাটাইটিস–বি এর সংক্রমণের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়। খাদ্যনালি ও ফুসফুসের ক্যান্সার, কিডনির রোগ, রক্তচাপ প্রভৃতি বহুবিধ রোগের সৃষ্টি করে।
৫. মাদকদ্রব্য গ্রহণে আর্থিক ক্ষতি হয়। নেশার টাকা জোগাতে গিয়ে সংসারে অভাব ও অশান্তির সৃষ্টি হয়।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, মাদকদ্রব্য গ্রহণ করা আমাদের জন্য সার্বিকভাবে অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই সমাজের সর্বস্তর থেকে মাদককে না বলা প্রয়োজন।

ঘ. উদ্দীপকের B–চিহ্নিত স্লোগানটি হলো–"এইডস–এর পরিণাম নিশ্চিত মৃত্যু"। এইডস সম্পর্কে এই সেৱাগানটি যথার্থ। কেননা এইডস একটি মরণঘাতি রোগ। এ রোগ HIV জীবাণুর আক্রমণে হয়ে থাকে। কোনো কারণে HIV জীবাণুবাহী রোগী বিভিন্ন সংক্রামক রোগ যেমন– ডায়রিয়া, যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া প্রভৃতিতে আক্রান্ত হয় এবং কোনো চিকিৎসায় এসব রোগ ভালো হয় না। রোগী ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মারা যায়। এইডস রোগীদের জন্য এখন পর্যন্ত কোনো প্রতিষেধক ওষুধ আবিষ্কৃত হয়নি। তাই কোনো ব্যক্তি যদি এইডসে আক্রান্ত হয় তাহলে তার সুস্থ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তবে কেউ যদি HIV জীবাণু শরীরে বহন করেও কিছু নিয়ম মেনে চলে তাহলে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারে। যেহেতু এইডস রোগের কোনো চিকিৎসা ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি, তাই আমরা বলতে পারি, এইডসের পরিণাম নিশ্চিত মৃত্যু।

প্রশ্ন –১০ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী মিল্টন দুর্ঘটনায় আহত হয়ে সেখানকার স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি হলেন। দুর্ঘটনায় তাঁর শরীর থেকে প্রচুর রক্তৰরণ হওয়ায় ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি এক অপরিচিত ব্যক্তির রক্ত নিলেন। কিছুদিন পর তিনি ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়ায় ডাক্তার রক্ত পরীৰা করে বললেন, মিল্টন এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত।

[পাঠ–৫ ও ৬]

ক. HIV এর পূর্ণরূ প কী? ১
খ. এইচআইভিতে আক্রান্ত রোগীর লৰণ কী কী? ২
গ. মিল্টন যে ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত তা কীভাবে বিস্তার লাভ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ভাইরাসটির বিস্তার প্রতিরোধের উপায় বিশেৱষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক. HIV-এর পূর্ণরূ প হলো Human Immunodeficiency Virus.

খ. এইচআইভিতে আক্রান্ত রোগীর উলেৱখযোগ্য লৰণগুলো হচ্ছে–
i. শরীরের ওজন দ্রুত হ্রাস পাওয়া।
ii. দীর্ঘদিন ধরে পাতলা পায়খানা।

iii. পুনঃপুন জ্বর হওয়া বা রাতে শরীরে অতিরিক্ত ঘাম হাওয়া।
iv. অতিরিক্ত অবসাদ অনুভব করা।
v. শুকনা কাশি হওয়া ইত্যাদি।

গ. মিল্টন এইচআইভি ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত। এইচআইভি একটি অতি ক্ষুদ্র বিশেষ ধরনের ভাইরাস। এ ভাইরাসের আক্রমণে এইডস হয়। যার পরিণতি মৃত্যু। এ ভাইরাসটি বিস্তারের অনেক কারণ রয়েছে। কারণগুলো নিচে উলেৱখ করা হলো :
১. এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত রোগীর রক্ত দেহে পরিসঞ্চালন করা ।
২. আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত সুচ বা সিরিঞ্জ ব্যবহার করা।
৩. আক্রান্ত ব্যক্তির কোনো অঙ্গ অন্য ব্যক্তির দেহে প্রতিস্থাপন করা ।
৪. এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত মায়ের দুধ শিশুকে পান করা।
৫. অর্থনৈতিক ও অনিরাপদ যৌন আচরণ।
৭ অপারেশনে জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করা।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ভাইরাসটি হলো এইচআইভি। এই ভাইরাসটি মরণব্যাধি এইডস রোগের জীবাণু বহন করে। যেহেতু এইসড রোগের একমাত্র প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হলো এইচআইভির বিস্তার প্রতিরোধ সেহেতু আমাদের সকলকে এর বিস্তার প্রতিরোধে সচেষ্ট হতে হবে। নিচে এইচআইভি বিস্তার প্রতিরোধের উপায় বিশ্লেষণ করা হলো :
i. অর্থনৈতিক দৈহিক সম্পর্ক পরিহার করা।
ii. ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন মেনে চলা।
iii. অন্যের রক্ত গ্রহণের আগে অবশ্যই পরীৰা করে নেওয়া।
iv. ইনজেকশন নেওয়ার ৰেত্রে প্রতিবার নতুন সুচ বা সিরিঞ্জ ব্যবহার করা।
v. এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত মায়ের দুধ পান না করা।
vi. কেউ বিদেশ থেকে আসলে তার রক্তে এইচআইভি/ এইডস আছে কিনা তা সরকারিভাবে পরীৰা করা।

সর্বোপরি এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে নিজে সচেতন হওয়া এবং অপরকে সচেতন করা।

প্রশ্ন –১১ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আমিনুল ইসলাম দীর্ঘ ১৭ বছর আমেরিকায় কাটিয়ে গত মাসে অসুস্থ অবস্থায় দেশে ফিরেছেন। তার বেশ কয়েক মাস ধরে থেমে থেমে জ্বর আসছিল। সেই সাথে শুকনা কাশি ও পাতলা পায়খানা হচ্ছে। তার শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে তার পরিবারের লোকজন তাকে হাসপাতালে ভর্তি করলেন। হাসপাতালের ডাক্তাররা তার রক্ত পরীৰা করে জানালেন তার রক্তে বিশেষ এক ধরনের ভাইরাস পাওয়া গেছে যার কারণে তার মৃত্যু অনিবার্য। এ কথা শুনার পর আমিনুল ইসলামের পরিবারকে প্রতিবেশীরা হেয় চোখে দেখতে শুরব করল। আমিনুলের বন্ধু–বান্ধব ও আত্মীয়স্বজন সবাই তার সঙ্গ ত্যাগ করল। **[পাঠ–৫ ও ৬]**

ক. মানুষের শরীরে এইচআইভি ভাইরাস কোথায় থাকে? ১
খ. এইডস সম্পর্কে কীভাবে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা যায়? ২
গ. আমিনুল ইসলাম কোন ধরনের ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. আমিনুল ইসলাম উক্ত ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় তার পরিবারে কিরূ প প্রভাব পড়েছে? বিশেৱষণ কর। ৪

▸◂ ১১নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. মানুষের শরীর এইচআইভি ভাইরাস থাকে বীর্যে, যোনিরসে, রক্তে ও মায়ের দুধে।

খ. এইডস রোগ প্রতিরোধে এইচআইভি ও এইডসের ভয়াবহতা সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার, র‍্যালির আয়োজন, ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া পালাগান, পথনাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণকে সহজে উদ্বুদ্ধ করা যায়। এসব কার্যক্রম জনগণের মধ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে খুবই গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

গ. আমিনুল ইসলাম এইচআইভি ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। এটি অতি ৰুদ্র বিশেষ এক ধরনের ভাইরাস যা কোনো মানুষের শরীরে নির্দিষ্ট কয়েকটি উপায়ে প্রবেশ করে রক্তের শ্বেতকণিকা ধ্বংসের মাধ্যমে তার রোগ প্রতিরোধ ৰমতা নষ্ট করে দেয়। তখন সে ব্যক্তি নানা ধরনের রোগ যেমন ডায়রিয়া, যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া প্রভৃতিতে ঘন ঘন আক্রান্ত হয় এবং কোনো চিকিৎসায় এসব রোগ ভালো হয় না। এইচআইভি সংক্রমিত কোনো ব্যক্তির এরূ প অবস্থাকে এইডস বলে। এইডস রোগীর মৃত্যু অনিবার্য। উদ্দীপকে আমিনুল ইসলামের বেশ কয়েক মাস ধরে থেমে থেমে জ্বর আসছিল। সেই সাথে তার শুকনা কাশি ও পাতলা পায়খানা হচ্ছে। হাসপাতালে ডাক্তাররা তার রক্ত পরীৰা করে জানিয়েছে তার রক্তে বিশেষ এক ধরনের ভাইরাস রয়েছে যার কারণে তার মৃত্যু অনিবার্য। অর্থাৎ তার শারীরিক অবস্থার সাথে এইডস রোগীর শারীরিক অবস্থার সাথে মিল রয়েছে আর এইডস রোগের কারণ হলো দেহে এইচআইভির সংক্রমণ। সুতরাং আমিনুল ইসলাম এইচআইভি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন।

ঘ. উদ্দীপকে আমিনুল ইসলাম এইটআইভি ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত। অর্থাৎ সে একজন এইডস রোগী। এইডস রোগ সম্পর্কে মানুষের মনে বেশ কিছু ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। এ কারণে কেউ যখন এইডস রোগে আক্রান্ত হয় তখন তার এবং তার পরিবারের লোকজনের উপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তার এবং তার পরিবারের লোকজনদের পাড়া–প্রতিবেশী হেয় চোখে দেখে। সবাই তাদের সঙ্গ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। আমিনুল ইসলামের রক্তে এইচআইভি ভাইরাস রয়েছে জানতে পেরে আমিনুল ইসলামের পরিবারকে সবাই হেয় চোখে দেখছে। আমিনুল ইসলামের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন সবাই তাদের এড়িয়ে চলছে। এতে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তার চিকিৎসা ব্যয় বহন করতে গিয়ে পরিবারকে আর্থিক অনটনের মুখোমুখী হতে হচ্ছে। তাই বলা যায়, আমিনুল ইসলাম এইচআইভি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় তার পরিবারের উপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

প্রশ্ন –১২ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রাহাত গত বছর অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে ইন্দোনেশিয়ায় এসেছে। এখানে এসে সে তার মতো বহু বাঙালি শ্রমিক দেখতে পায়। রাহাতসহ এসব শ্রমিকরা বিশেষ এক ধরনের রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এই মরণব্যাধি রোগটির কোনো প্রতিষেধক এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি। তাই এই রোগে কেউ আক্রান্ত হলে তার মৃত্যু নিশ্চিত। তবে কিছু সচেতনতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই রোগের ঝুঁকি দূর করা যায়। **[পাঠ–৫ ও ৬]**

ক. এইচআইভি রক্তের কী ধ্বংস করে? ১
খ. এইচআইভি সংক্রমণের তিনটি ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে আলোচিত রোগটির প্রধান লৰণসমূহ বর্ণনা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশে উক্ত রোগটি থেকে ঝুঁকিমুক্ত থাকার উপায়সমূহ আলোচনা কর। ৪

▸◂ ১২নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. এইচআইভি রক্তের শ্বেতকণিকা ধ্বংস করে।

খ. এইচআইভি সংক্রমণের তিনটি ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ :
১. মাদকগ্রহণ বা অন্য কোনো প্রয়োজনে ইনজেকশনের একই সুচ ও সিরিঞ্জ একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহার।
২. অপরীৰিত রক্ত শরীরে গ্রহণ করা।
৩. অপারেশনের সময় অপরিশোধিত জীবাণুযুক্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার।

গ. উদ্দীপকে আলোচিত রোগটি হলো এইডস। কারণ এইডস একটি মরণব্যাধি রোগ। এই রোগ সম্পূর্ণভাবে নিরাময় করতে পারে এমন কোনো ওষুধ এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি। তাই এইডস রোগীর পরিণাম নিশ্চিত মৃত্যু। এই রোগের নির্দিষ্ট কোনো লৰণ নেই। এইডস রোগী অন্য যে রোগে আক্রান্ত হয় তার মধ্যে সেই রোগের লৰণসমূহ দেখা দেয়। এর মধ্যে কিছু সাধারণ ও কিছু প্রধান লৰণ রয়েছে। নিচে এইডস রোগের প্রধান লৰণগুলো বর্ণনা করা হলো :
১. আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের ওজন দ্রুত হ্রাস পাওয়া।
২. এক মাসের বেশি সময় ধরে একটানা বা থেমে থেমে পাতলা পায়খানা হওয়া।
৩. বার বার জ্বর হওয়া বা রাতে শরীরে অতিরিক্ত ঘাম হওয়া।
৪. অতিরিক্ত ক্লান্তি বা অবসাদ অনুভব করা।
৫. শুকনা কাশি হওয়া।
এসব লৰণ কোনো ব্যক্তির মধ্যে দেখা দিলে তার রক্ত পরীৰা করার মাধ্যমে আমরা তার এইডস রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি।

ঘ. উদ্দীপকে এইডস রোগটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে এইডস রোগের ঝুঁকি অত্যধিক। তাই এইডস থেকে ঝুঁকিমুক্ত থাকার জন্য আমরা নিম্নোক্ত পদৰেপগুলো গ্রহণ করতে পারি–
১. **ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিহার :** ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিহার করতে হবে।
২. **আবেগ প্রশমন :** প্রধানত কৌতূহল ও আবেগের বশবর্তী হয়েই কিশোর–কিশোরীরা ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ করে। এ জন্য কিশোর–কিশোরীদের কৌতূহল বা আবেগ প্রশমনের দৰতা অর্জন করা অত্যন্ত জরুরি। বড়দের সাথে বিশেষ করে মা–বাবার সাথে সব বিষয়ে খোলামেলা কথা বলতে পারলে এ কৌতূহল দূর ও আবেগ প্রশমিত হয়।
৩. **ঝুঁকিপূর্ণ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান :** অনাকাঙ্ক্ষিত বা অর্থনৈতিক প্রস্তাবে 'না' বলার দৰতা ও কৌশল অবলম্বন করতে হবে।
৪. **ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন ও রীতিনীতি মেনে চলা :** নেশা করা বা মাদকাসক্ত হওয়া, অর্থনৈতিক দৈহিক বা যৌন সম্পর্ক ইত্যাদি কোনো ধর্ম বা সমাজই অনুমোদন করে না। তাই ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললে এইডসে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা অনেক কমে যায়।
৫. **এইচআইভি এবং এইডস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি :** এইচআইভি এবং এইডসের ভয়াবহতা সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার, র‍্যালির আয়োজন, ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে। বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ধারক বয়াতির গ্রামীণ পালাগান, পথনাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণকে সহজে উদ্বুদ্ধ করা যায়। এসব কার্যক্রম ব্যক্তির আত্মসচেতনতা সৃষ্টি এবং জনগণের মধ্যে গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উপরিউক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লৰ রেখে আমরা যদি জনসাধারণকে এইডসের ভয়াবহতা সম্পর্কে বোঝাতে পারি তাহলে বাংলাদেশে এইডস রোগের ঝুঁকি কমবে।

প্রশ্ন –১৩ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
জহির গত বছর সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিল। সেই সময় তার শরীরে এক ব্যাগ রক্ত দেয়া হয়। বেশ কিছুদিন হতে তার শরীরের ওজন কমে যাচ্ছে এবং বার বার জ্বর হচ্ছে। ডাক্তার জহিরের রক্ত পরীক্ষা করে দেখলেন যে HIV পজেটিভ। **[পাঠ–১, ৫, ৬ ও ৮]**
[বাগেরহাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবে কত সেকেন্ডে বিশ্বে ধূমপানজনিত কারণে একজনের মৃত্যু হয়? ১
খ. এইচআইভি ও এইডস আক্রান্ত রোগীদের নিয়ে কাজ করা কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম লিখ। ২
গ. জহিরের সমস্যাটির কারণসমূহ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'বাংলাদেশে কিশোরদের চেয়ে কিশোরীরাই এ রোগে বেশি ঝুঁকিতে আছে'–যুক্তিসহ বুঝিয়ে দাও। ৪

▸◂ ১৩নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবে প্রতি ৮ সেকেন্ডে বিশ্বে ধূমপানজনিত কারণে একজনের মৃত্যু হয়।

খ. বাংলাদেশে বর্তমানে বেশ কয়টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এইচআইভি ও এইডস আক্রান্ত রোগীদের নিয়ে কাজ করছে। নিচে এরূ প কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা হলো :
১. আশার আলো সোসাইটি
২. জাগরণী মেডিকেল ক্লিনিক
৩. মুক্ত আকাশ বাংলাদেশ
৪. হাসাব
৫. ক্যাপ ইত্যাদি।

গ. জহিরের সমস্যা হলো তার রক্তে এইচআইভি ভাইরাস উপস্থিত। এইচআইভি একটি অতি ক্ষুদ্র বিশেষ ধরনের ভাইরাস, যা কোনো মানুষের শরীরে নির্দিষ্ট কয়েকটি উপায়ে প্রবেশ করে রক্তের শ্বেতকণিকা ধ্বংসের মাধ্যমে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস করে দেয়। এই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি চরম পরিণতি মৃত্যু। নিচে এইচআইভি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার কারণসমূহ উল্লেখ করা হলো :
১. HIV জীবাণুবাহী রক্ত একজন সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করলে সুস্থ ব্যক্তিও HIV আক্রান্ত হবেন।
২. HIV আক্রান্ত নারী বা পুরুষের সাথে দৈহিক সম্পর্ক করলে HIV ছড়ায়।
৩. HIV আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত সুচ, সিরিঞ্জ প্রভৃতি ব্যবহার করলে সুস্থ মানুষ HIV আক্রান্ত হয়ে পড়েন।
৪. HIV আক্রান্ত মায়ের বুকের দুধ খেলে সন্তানও HIV আক্রান্ত হবে।
৫. মাদকসেবীরা একই সুচ ও সিরিঞ্জের মাধ্যমে মাদক গ্রহণ করে। ফলে তারা HIV আক্রান্ত হতে পারে।
উপরে উল্লিখিত যে কোনো কারণে জহির এইচআইভি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকতে পারে।

ঘ. জহির HIV পজেটিভ একজন ব্যক্তি। বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের জন্য HIV সংক্রমণ তথা এইডস রোগ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এইডস রোগটি যেহেতু প্রতিকারহীন তাই এ রোগের চরম পরিণতি মৃত্যু। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক–চতুর্থাংশ কিশোর–কিশোরী। বাংলাদেশের কিশোরীরাই

কিশোরদের তুলনায় সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এর প্রধান কারণ হলো :

১. আর্থসামাজিক কারণে মেয়েদের দুর্বল অবস্থান।
২. মেয়েরা এইচআইভি/এইডস বিষয়ে ছেলেদের তুলনায় কম অবহিত।
৩. নারী–পুরুষ বৈষম্যের কারণে পুরুষ দ্বারা মেয়েদের নিগৃহীত হওয়া।
৪. মেয়েদের অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক স্থাপনে বাধাদানের ৰমতার অভাব।
৫. মেয়েদের বিশেষ শারীরিক বৈশিষ্ট্য।
৬. যৌন কৌতূহল ও অনিরাপদ দৈহিক সম্পর্ক ইত্যাদি।

অতএব উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, এইডস আক্রান্ত হওয়ার ৰেত্রে বাংলাদেশে কিশোরীরাই কিশোরদের তুলনায় বেশি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

প্রশ্ন –১৪ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জোবেদা খাতুন একজন গৃহকর্মী। এইডস সম্পর্কে তার কোনো ধারণা ছিল না। আজ টেলিভিশনে একটা প্রোগ্রাম দেখে সে এইচআইভি ও এইডস সম্পর্কে জানতে পারল। এইডস রোগের কোনো প্রতিষেধক এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি। নর–নারীর দৈহিক সম্পর্ক, অপরীক্ষিত রক্তগ্রহণ, একই সিরিঞ্জ বার বার বিভিন্নজনের গায়ে ব্যবহারের মাধ্যমে এ রোগ বিস্তার লাভ করে। বাংলাদেশের কিশোরীরাই কিশোরদের তুলনায় এ রোগের বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে। **[পাঠ–৬ ও ৭]**

ক. কোথায় সর্বপ্রথম এইডস শনাক্ত হয়? ১
খ. কিশোর বয়সে কীভাবে আবেগ প্রশমিত করা যায়? ২
গ. এইডস সম্পর্কে জানতে জোবেদা খাতুনকে কোন মাধ্যমটি সাহায্য করেছে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের শেষ বাক্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম এইডস শনাক্ত হয়।

খ. প্রধানত কৌতূহল ও আবেগের বশবর্তী হয়েই কিশোর–কিশোরীরা ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ করে। এ জন্য কিশোর–কিশোরদের কৌতূহল বা আবেগ প্রশমনের দৰতা অর্জন করা অত্যন্ত জরৰরি। বড়দের সাথে বিশেষ করে মা–বাবার সাথে সব বিষয়ে খোলামেলা কথা বলতে পারলে এই কৌতূহল ও আবেগ প্রশমিত হয়।

গ. এইডস সম্পর্কে জানতে জোবেদা খাতুনকে প্রচার মাধ্যম সাহায্য করেছে। কেননা জোবেদা খাতুন টেলিভিশনের একটি প্রোগ্রাম দেখে এইচআইভি কী, এইডস কীভাবে ছড়ায় ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য জানতে পেরেছে। এইডস সম্পর্কে তার মতো গৃহকর্মীদের অজ্ঞতা দূর করতে প্রচার মাধ্যম নিম্নোক্তভাবে ভূমিকা রাখছে–

১. এইচআইভি কী এবং এর আক্রমণে কোন রোগ হয় তা মানুষকে জানানো।
২. এইচআইভি/এইডস সহজে বোধগম্য করে সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করা।
৩. এইচআইভি/এইডস কেন হয় সে সম্পর্কিত ভিডিও চিত্র/ছবি টেলিভিশনে প্রচার করা।
৪. নারী–পুরুষের অবাধ মেলামেশা সম্পর্কে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন সম্পর্কে জনগণকে অবগত করা।
৫. হাসপাতাল/ক্লিনিক/ফার্মেসিতে ইনজেকশনের সুচ, সিরিঞ্জ ও অপারেশনের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের আগে এগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে রোগীদের সচেতন করা।
৬. রক্ত দেওয়া বা নেওয়ার সময় করণীয় সম্পর্কে জনগণকে জানানো।

পরিবেশে বলা যায়, এইচআইভি/এইডস এর পরিণাম সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার ৰেত্রে প্রচার মাধ্যমের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকের শেষ বাক্যটি হলো বাংলাদেশের কিশোরীরাই কিশোরদের তুলনায় এইডস রোগের বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে। উদ্দীপকের এই বাক্যটি সঠিক। কেননা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক–চতুর্থাংশ কিশোর–কিশোরী। তারা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি কৌতূহলী ও আবেগপ্রবণ। কৌতূহল ও আবেগের বশবর্তী হয়ে তারা এমন অনেক ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ করে ফেলে, যার জন্য তাদের জীবনে চরম দুর্ভোগ নেমে আসে। এইডস আক্রান্ত হওয়া কিশোর–কিশোরীদের জন্য তেমনি এক দুর্ভোগ। আর এই দুর্ভোগের পরিসমাপ্তি ঘটে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। আমাদের দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিপ্রেৰিতে কিশোরদের তুলনায় কিশোরীরা এইডস আক্রান্ত হওয়ার ৰেত্রে অধিক ঝুঁকিতে রয়েছে। এর প্রধান কারণ হলো :

১. আর্থসামাজিক কাঠামোতে মেয়েদের দুর্বল অবস্থান।
২. মেয়েরা এইচআইভি/এইডস বিষয়ে ছেলেদের তুলনায় কম অবহিত।
৩. নারী–পুরুষ বৈষম্যের কারণে পুরুষ দ্বারা মেয়েদের নিগৃহীত হওয়া।
৪. মেয়েদের অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক স্থাপনে বাধাদানের ৰমতার অভাব।
৫. মেয়েদের বিশেষ শারীরিক বৈশিষ্ট্য।
৬. যৌন কৌতূহল ও অনিরাপদ দৈহিক সম্পর্ক ইত্যাদি।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, এইডস আক্রান্ত হওয়ার ৰেত্রে কিশোরীরাই কিশোরিদের তুলনায় সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। তাই উদ্দীপকের শেষ বক্তব্যটিই যথার্থ।

প্রশ্ন –১৫ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

চিকিৎসার জন্য রক্ত নেওয়ার পর গত বছর হঠাৎ আজমল সাহেব লৰ করলেন তার দেহের ওজন কমে যাচ্ছে, শুকনো কাশি হচ্ছে, মুখমণ্ডল, চোখ, নাক, চোখের পাতা ফুলে যাচ্ছে। তিনি এমতাবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হলেন এবং ডাক্তার কিছু পরীৰা–নিরীৰা করে তাঁকে জানালেন তার এমন একটি রোগ হয়েছে যার কোনো চিকিৎসা আবিষ্কার হয়নি। বিষয়টি তার সহকর্মীরা জেনে যায়। তারা আজমল সাহেবকে এড়িয়ে চলতে শুরৰ করেন। **[পাঠ–৫, ৭ ও ৮]**

ক. AIDS এর পূর্ণরূ প কী? ১
খ. এইডসকে ঘাতকব্যাধি বলা হয় কেন? ২
গ. আজমল সাহেবের প্রতি তার সহকর্মীদের আচরণ গ্রহণযোগ্য নয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশ এ ধরনের রোগের সংক্রমণের ৰেত্রে একটি ঝুঁকিপূর্ণ দেশ– তোমার মতামত দাও। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক. AIDS এর পূর্ণরূ প হলো Acquired Immune Deficiency Syndrome.

খ. এইডস রোগের বাহক হলো অতি ৰুদ্র এক বিশেষ ধরনের ভাইরাস। এ ভাইরাস মানুষের দেহের রক্তে প্রবেশ করে রোগ প্রতিরোধ ৰমতা ধ্বংস করে দেয়। আজ পর্যন্ত এ রোগের তেমন

কোনো কার্যকরী ওষুধ আবিষ্কার হয়নি। ফলে এ রোগে আক্রান্ত হলে মৃত্যু অনিবার্য। তাই এ রোগকে ঘাতকব্যাধি বলা হয়।

গ. উদ্দীপকে আজমল সাহেব একজন এইডস রোগী। তার এই রোগের কথা তার সহকর্মীরা জেনে যায়। তাদের অনেকের ধারণা আজমল সাহেবের সংস্পর্শে এলে এ রোগ তাদেরও হতে পারে। অনেকে মনে করেন এইডস ছোঁয়াচে রোগ। কিন্তু এইডস ছোঁয়াচে রোগ নয়। স্বাভাবিক চলাফেরায় এ রোগ ছড়ায় না। এইডস রোগী যে গৰাসে পানি পান করে সেই গৰাসে কেউ যদি পানি পান করে তাতেও এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এইডস সম্পর্কে অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন আজমল সাহেবের সহকর্মীরা। তারা ভুল ধারণায় বশবর্তী হয়ে আজমল সাহেবকে এড়িয়ে চলছে। তাই আজমল সাহেবের প্রতি তার সহকর্মীদের আচরণ গ্রহণযোগ্য নয়।

ঘ. বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামো দুর্বল। অশিৰা, কুশিৰা, অজ্ঞতা সমাজে বিদ্যমান। জনসাধারণ এইডসের মতো ভয়াবহ রোগের আক্রমণ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, চিকিৎসা ব্যবস্থা ইত্যাদি আমাদের দেশে দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। অপুষ্টি, অশিৰা, কর্মসংস্থানের অভাবে হতাশা, অসামাজিক কার্যকলাপ ও নেশাগ্রস্ত লোকের সংখ্যা দিন দিন সমাজে বেড়েই চলেছে। এদেশের লোকজন বিপদের আশঙ্কা কোথায় জানে না। জানলেও বাধা দেওয়ার অধিকার ও সাহস তাদের নেই বললেই চলে। এ কারণেই বাংলাদেশ এইডসের মতো ভয়াবহ রোগের আক্রমণের ৰেত্রে একটি ঝুঁকিপূর্ণ দেশ।

প্রশ্ন –১৬ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জাহিদ সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হলে হাসপাতালে তাকে জরুরি অবস্থায় পরীৰা না করেই এক অপরিচিত ব্যক্তির রক্ত দেওয়া হয়। এর কিছুদিন পর সে জ্বরে আক্রান্ত হয়। জ্বরের সাথে তার শুকনা কাশি বাড়তে থাকে। প্রায় দুই মাস জ্বর ও কাশিতে ভোগার পর তাদের পারিবারিক ডাক্তার তাকে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দেয়। **[পাঠ–৫ ও ৮]**

ক. CAAP–এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. এইডস আক্রান্তরা কীভাবে দীর্ঘজীবন লাভ করতে পারে? ২

গ. জাহিদ কোন ধরনের রোগে আক্রান্ত হতে পারে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. রক্ত পরীৰা না করে জাহিদের রক্ত গ্রহণ কতটুকু যৌক্তিক হয়েছে বলে তুমি মনে কর? তোমার উত্তর বিশ্লেষণ কর। ৪

▸◂ ১৬নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. CAAP–এর পূর্ণরূপ হলো CONFIDENTIAL APPROACH TO AIDS PREVENTION.

খ. কোনো ব্যক্তির রক্তে এইচআইভি আছে কিনা তা রক্ত পরীৰার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায়। কোনো ব্যক্তি এইচআইভি পজিটিভ হলে সে মারাত্মকভাবে ঘাবড়ে যায়। কারণ এইডস একটি মরণব্যাধি এবং এর তেমন কোনো চিকিৎসা নেই। তবে সেবাযত্ন, উপযুক্ত খাদ্য, সহমর্মিতা ও সাহস পেলে এইডস আক্রান্তরা দীর্ঘজীবন লাভ করতে পারে।

গ. জাহিদ এইডস আক্রান্ত হতে পারে। কারণ এইডস একটি সংক্রমক রোগ। এই রোগের বাহক এইচআইভি বীর্য, যোনিরস, রক্ত ও মায়ের দুধ এই চার জাতীয় তরল পদার্থের আদান–প্রদানের মাধ্যমে সংক্রমিত হয়। কোনো ব্যক্তি এইচআইভি দ্বারা আক্রান্ত হলে তার থেমে থেমে জ্বর আসে। শুকনা কাশি হয়। উদ্দীপকে জাহিদ সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে এক অপরিচিত ব্যক্তির রক্ত দেহে গ্রহণ করে। এর কিছুদিন পর তার জ্বর ও শুকনা কাশি হয়। প্রায় দুই মাস তাদের পারিবারিক ডাক্তারের চিকিৎসা নেওয়ার পরও সুস্থ হওয়ার কোনো লৰণ দেখা না যাওয়ায় ডাক্তার তাকে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। জাহিদের অসুস্থ হওয়ার কারণ এবং অসুস্থতার লৰণসমূহ এইডস রোগের অনুরূপ। তাই বলা যায়, জাহিদ এইডস আক্রান্ত হতে পারে।

ঘ. উদ্দীপকে জাহিদ অসুস্থ অবস্থায় এক অপরিচিত ব্যক্তির অপরীৰিত রক্ত গ্রহণ করেছে যা কখনোই যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ অপরীৰিত রক্তে এইচআইভি থাকতে পারে। এইচআইভি হলো অতি ক্ষুদ্র বিশেষ ধরনের একটি ভাইরাস যা কোনো মানুষের শরীরে নির্দিষ্ট কয়েকটি উপায়ে প্রবেশ করে রক্তের শ্বেতকণিকা ধ্বংসের মাধ্যমে তার রোগ প্রতিরোধ ৰমতা নষ্ট করে দেয়। তখন সে ব্যক্তি নানা ধরনের রোগ যেমন ডায়রিয়া, যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া প্রভৃতিতে ঘন ঘন আক্রান্ত হয় এবং কোনো চিকিৎসায় এসব রোগ ভালো হয় না। এইচআইভি সংক্রমিত কোনো ব্যক্তির এরূপ অবস্থাকে এইডস বলে। এইডস রোগীর মৃত্যু অনিবার্য। যেহেতু প্রতিকারবিহীন এই রোগ বিস্তারের অন্যতম একটি মাধ্যম হলো রক্ত তাই এই রোগের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে আমাদের অপরীৰিত রক্ত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। জাহিদ অপরীৰিত রক্ত গ্রহণ করায় এইডস আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। তাই তার অপরীৰিত রক্ত গ্রহণ করাটা পুরোপুরি অযৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন –১৭ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সোহেলী নোয়াখালী জেলার চরপাতা নামক একটি ছোট্ট গ্রামে বসবাস করে। সেখানে উপযুক্ত শিৰার অভাব থাকায় গ্রামের লোকজন বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার বিশ্বাস করে। তারা এইডসকে ছোঁয়াচে রোগ মনে করে। জেরিন সোহেলীর সাথে একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়ে। সম্প্রতি জেরিনের রক্তে এইচআইভি ভাইরাস রয়েছে এ কথা জানতে পেরে ক্লাসের সবাই তার সঙ্গ ত্যাগ করেছে। গ্রামের লোকজনও তাকে হেয় চোখে দেখছে। **[পাঠ–৬ ও ৮]**

ক. এইডস কী ধরনের সমস্যা? ১

খ. বয়ঃসন্ধিকাল এইচআইভি সংক্রমণের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কেন? ২

গ. সোহেলী কীভাবে জেরিনের পরিচর্যা করবে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. জেরিনের প্রতি তার পরিবার ও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া প্রয়োজন? তোমার মতামত দাও। ৪

▸◂ ১৭নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. এইডস একটি আর্থসামাজিক ও জনস্বাস্থ্য সমস্যা।

খ. বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর–কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের ফলে তাদের চিন্তা ও আচরণে অনেক কৌতূহল জন্মে। তারা পরিবারের বড়দের কাছে এসব বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করতে পারে না। তাই তারা অনেক বেশি আবেগপ্রবণ থাকে এবং অনেকে অনিরাপদ দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এ রকম পরিস্থিতিতে তারা এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকিতে পড়ে যায়।

গ. জেরিন একজন এইডস রোগী। এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে আক্রান্ত ব্যক্তি তার কর্মৰমতা হারায় না। সেবাযত্ন, উপযুক্ত খাদ্য, সহমর্মিতা ও সাহস পেলে সে দীর্ঘজীবন লাভ করতে পারে। তাই এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিদের স্বাভাবিক জীবনযাপনে সহায়তা

করা সমাজের সবার মানবিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের জন্য সোহেলী এইডস আক্রান্ত জেরিনকে নিম্নোক্তভাবে পরিচর্যা করবে :

১. জেরিনের সঙ্গে আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করবে।
২. তাকে অন্যান্য সবার মতো বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করবে।
৩. তার যত্ন নেবে।
৪. তাকে দৈনন্দিন কাজ সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করবে।
৫. তার প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৬. তার জন্য উপযুক্ত খাদ্য, ওষুধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করবে।
৭. প্রয়োজনে তাকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করবে।

এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি আমাদের সমাজেরই একজন সদস্য। তাছাড়া এ রোগ স্বাভাবিকভাবে ছড়ায় না। তাই আমরা এ রোগে আক্রান্তদের ঘৃণা বা অবহেলা করব না। বরং তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপনে সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রাখব।

ঘ. জেরিন এইডস আক্রান্ত। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি শারীরিক অৰমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানসিকভাবেও দুর্বল হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে অপরাধবোধ কাজ করে এবং মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। সবসময় তারা মৃত্যুর প্রহর গুণতে থাকে। এ অবস্থায় পরিবারের সদস্যদের সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি একান্ত প্রয়োজন। পরিবারের সদস্যদের যথাযথ যত্ন ও আন্তরিক সহানুভূতি পেলে এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা রোগের যন্ত্রনা, মৃত্যুর চিন্তা সাময়িক ভুলে থাকতে পারে। পরিবারের সদস্যদের মনে রাখতে হবে যে, অসচেতনতাই এ রোগের অন্যতম কারণ। পাপের ফল মনে করে রোগীকে ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে রাখা বা মানসিকভাবে কষ্ট দেওয়া ঠিক নয়। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ও আনন্দ বিনোদনসহ প্রয়োজনীয় সুযোগ–সুবিধার জন্যও পারিবারিক সহযোগিতা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির প্রতি পরিবারের সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রতি সমাজের অবহেলিত দৃষ্টিভঙ্গি লৰ করা যায়, যা মোটেই কাম্য নয়। এইডস আক্রান্তদের সাথে আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। অন্যদের অবহেলা, ঘৃণা এইডস আক্রান্ত রোগীদের আরো বেশি হতাশ ও মর্মাহত করে এবং তারা মানসিক কষ্টে ভোগে। তাই সমাজের সদস্যদের উচিত এইডস আক্রান্তদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি রাখা। মানসিকভাবে উৎফুল্লরতা এ রোগীদের জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

পরিবেশে বলা যায়, এইডস একটি প্রতিকারবিহীন রোগ। এই রোগে আক্রান্ত রোগীর সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই আমাদের সবার উচিত তাদের সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ করা ও সহযোগিতা প্রদান করা।

প্রশ্ন –১৮ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জহির সাহেবের ছেলের বয়স ১০ বছর। ছেলেটি তার বয়সী অন্য ছেলেদের মতো স্বাভাবিক আচরণ করে না। ছেলেটির জন্মের বেশ কয়েক বছর পর জহির সাহেব বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন। ছেলেটি স্বাভাবিক না হলেও তার কিছু বিশেষ গুণ বা ৰমতা আছে। **[পাঠ–৬ ও ৯]**

ক. বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার কত অংশ কিশোর–কিশোরী? ১
খ. মানবদেহের কোন কোন উপাদানের মাধ্যমে HIV এর সংক্রমণ ঘটে? ২
গ. জহির সাহেব কীভাবে তার সন্তানের সমস্যাটি বুঝতে পেরেছিলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জহির সাহেবের ছেলেটির বিশেষ ৰমতা বা গুণগুলো সম্পর্কে আলোচনা কর। ৪

▸◂ ১৮নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক–চতুর্থাংশ হচ্ছে ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সী কিশোর–কিশোরী।

খ. মানুষের শরীরে এইচআইভি ভাইরাস থাকে বীর্যে, যোনিরসে, রক্তে ও মায়ের দুধে। অর্থাৎ আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত, বীর্য বা যোনিরস কোনো সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি হলে উক্ত ব্যক্তির শরীরে এইচআইভির সংক্রমণ ঘটে।

গ. জহির সাহেবের ছেলেটি অটিজমে আক্রান্ত। অটিজমে আক্রান্ত শিশুরা সাধারণ শিশুদের থেকে ভিন্ন আচরণ করে। আর এসব আচরণ লৰ করে বোঝা যায় শিশুটি অটিজমে আক্রান্ত। জহির সাহেব নিচের বৈশিষ্ট্যগুলোর সাহায্যে তার শিশুর অটিজম সমস্যাটি বোঝতে পেরেছিলেন।

১. জহির সাহেবের ছেলেটি চোখে চোখ রাখে না বা কম রাখে।
২. ডাকলে সাড়া দেয় না।
৩. ছেলেটি অতিরিক্ত চঞ্চল।
৪. ছেলেটির আবেগ প্রকাশে অসুবিধা হয়।
৫. ছেলেটির শারীরিক অঙ্গভঙ্গি অস্বাভাবিক।
৬. ছেলেটির খাওয়া, ঘুম ও মলমূত্র ত্যাগে অস্বাভাবিকতা লৰ করা যায়।
৭. প্রাত্যহিক রৰটিন পরিবর্তনে ছেলেটি বাধা দেয়।

উপরে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে জহির সাহেব বুঝতে পেরেছিলেন তার ছেলেটি অটিজমে আক্রান্ত।

ঘ. জহির সাহেবের ১০ বছর বয়সী ছেলেটি অটিজমে আক্রান্ত। অটিজমে আক্রান্ত বা অটিস্টিক শিশুরা স্বাভাবিক আচরণ না করলেও তাদের মধ্যে কিছু সুনিপুণ বৈশিষ্ট্য বা গুণ রয়েছে। এ গুণগুলো অটিজম আছে এমন শিশুদের সবল দিক। এ গুণগুলো হলো :

১. অটিস্টিক শিশুদের দেখার ৰমতা সুনিপুণ হয়।
২. অটিস্টিক শিশুর সুশৃঙ্খল নিয়মনীতি ধারণা, সিকোয়েন্স, প্যাটার্ন ইত্যাদি বিষয়গুলো বুঝতে ও মনে রাখতে পারে।
৩. অটিস্টিক শিশুদের স্মৃতি দীর্ঘমেয়াদি হয়।
৪. অটিস্টিক শিশুরা সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রের প্রতি আগ্রহী হয়।
৫. অটিস্টিক শিশুদের শৈল্পিক দৰতা আছে।

প্রশ্ন –১৯ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শামীম ও শামীমার ছেলে তনয়। ছেলেটি তার পিতা–মাতার দিকে তাকায় না। তাকে ডাকলে সে সাড়া দেয় না। কারও প্রতি তার কোনো আগ্রহ নেই। তাকে চিকিৎসকের কছে নিলে চিকিৎসক তাকে বিশেষ যত্ন নিতে পরামর্শ দেন। **[পাঠ–৯]**

ক. অটিজম শিশুর মূল শনাক্তকারীর বৈশিষ্ট্য কী? ১
খ. অ্যাসপার্জার্স সিনড্রোম বলতে কী বোঝায়? ২
গ. তনয়ের লৰণগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বিশেষ যত্নে কি অটিজম ভালো হয়? মতামত দাও। ৪

▸◂ ১৯নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. অটিজম শিশুর মূল শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য হলো সামাজিক মেলামেশা, যোগাযোগ ও পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ।

খ. অ্যাসপার্জার্স সিনড্রোম এক ধরনের অটিজম যা অটিজম স্পেকট্রামে দেখা যায়। এই শিশুদের আচরণগত সমস্যা থাকলেও বুদ্ধিভিত্তিক ও ভাষাগত বিকাশে কোনো সমস্যা থাকে না। তবে ভাষার বিকাশ স্বাভাবিক এবং শব্দভাণ্ডার পর্যাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক আলাপচারিতায় অংশ নিতে এদের সমস্যা হয়। এরা একই ধরনের আচরণ পুনরাবৃত্তি করে থাকে। শিশুদের এ সমস্যাটি অনেক দেরিতে শনাক্ত হয়।

গ. উদ্দীপকে তনয় অটিজম শিশু। অটিজম শিশুর বিকাশের তিনটি ৰেত্রে প্রভাব ফেলে। এগুলো হলো সামাজিক মেলামেশা যোগাযোগ ও পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ। তনয়ের মধ্যে সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা আছে। তনয় তার পিতা–মাতার দিকে তাকায় না। চোখে চোখে যোগাযোগের ৰেত্রে তার অৰমতা আছে। তনয়কে নাম ধরে ডাকলে তনয় সাড়া দেয় না। কারও প্রতি তার কোনো আগ্রহ নেই। সে কাউকে দেখে তেমন উৎসাহিত হয় না। সে আদর পেতে ভালোবাসে না। নতুন জিনিসের প্রতি তার তেমন আগ্রহ নেই। তন্ময়ের এসব লক্ষণ দেখে সহজেই বোঝা যায় যে সে অটিজমে আক্রান্ত।

ঘ. না, বিশেষ যত্নে অটিজম ভালো হয় না। কারণ অটিজম কোনো রোগ নয়। এটি স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যা। বিশেষ যত্নে এই সমস্যার মাত্রা কমিয়ে আনা যায়।

অটিজম শিশুদের প্রধান প্রধান লৰণ হলো, তারা কারও সাথে যোগাযোগ করে না, স্বাভাবিকভাবে কথা বলে না, কারও দিকে তাকায় না, কোনো ব্যাপারে তেমন কোনো আগ্রহ থাকে না। তারা তেমনভাবে আনন্দ প্রকাশ করে না। এরকম লৰণ দেখার সাথে সাথে শিশুকে চিকিৎসকের কাছে নিতে হবে। চিকিৎসায় এরকম শিশুকে তেমন উপকার হয় না। তবে চিকিৎসকের নির্দেশমতো অটিস্টিক শিশুদের প্রতি বিশেষ যত্ন নিলে, তাদেরকে সমবয়সী শিশুদের সাথে মিশতে দিলে, তাদের নিবিড় পরিচর্যা ও যত্ন নিয়ে তাদের অক্ষমতাগুলো কমে আসে।

মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্ন–২০ ▸ শিরিন ও তৈমুর চৌধুরীর একমাত্র সন্তান শেখর। সে অসৎ বন্ধুদের সাথে মিশে কলেজে পড়া অবস্থায় হেরোইন, ফেনসিডিলের প্রতি আসক্ত হয়। দিন দিন আসক্তি এত বৃদ্ধি পায় যে বাবা–মা'র টাকা–পয়সা চুরি করে সে মাদকদ্রব্য কেনে। বাবা–মা মাদকদ্রব্যের কুফলের কথা বললেও শেখর তা শোনে না। শেখরের আচরণে পরিবারে অশান্তি নেমে আসে। **[পাঠ–১ ও ২]**

ক. সিগারেট কোন ধরনের মাদকদ্রব্য? ১

খ. মাদকদ্রব্য সেবনে মানুষের আচরণে কী পরিবর্তন ঘটে? ২

গ. শেখরের মাদক গ্রহণের ফলে পরিবারে কোন ধরনের প্রভাব পড়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শেখরকে কীভাবে মাদকাসক্তি থেকে দূরে রাখা যায় বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

প্রশ্ন–২১ ▸ ছোটবেলা থেকেই জিরু মামার দোকানে কাজ করে। শখের বশে ধূমপান করা শুরু করে। কিন্তু পরে সিগারেটের প্রতি তার নেশা হয়ে যায়। নিয়মিত ধূমপান না করলে কাজে তার মন বসে না। একেবার জিরু অসুস্থ হলে ডাক্তার ধূমপান করতে নিষেধ করে। জিরু ধূমপানের কুফল জেনে ধূমপান ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

[পাঠ–১, ২ ও ৯] [খুলনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. কোন পাতায় নিকোটিন থাকে? ১

খ. অটিজম আক্রান্ত শিশুদের সাধারণ ৩টি আচরণ লেখ। ২

গ. জিরুর ধূমপান করার কুফল বর্ণনা কর। ৩

ঘ. জিরু কীভাবে ধূমপান থেকে বিরত থাকতে পারে বলে তুমি মনে কর। ৪

প্রশ্ন–২২ ▸ রাবিকের চাচাতো ভাই শাওন একজন মাদকসেবী। তার বয়স রাকিবের চেয়ে কিছুটা বেশি হলেও রাকিবের সাথে তার খুব ভালো সম্পর্ক। রাকিব যখন তার চাচার বাড়িতে বেড়াতে যায় তখন শাওন তাকে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে নিয়ে যায়। একদিন রাকিব শাওনের সাথে শাওনের এক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে যায়। সেখানে শাওনের বন্ধুরা সবাই মিলে হেরোইন সেবন করে। শাওন রাকিবকে হেরোইন সেবনের প্রস্তাব দিলে সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার ভয়ে সে রাজি হয়ে যায়। পরবর্তীতে সেও মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। **[পাঠ–৩ ও ৯]**

ক. ইকোলালিয়া কী? ১

খ. অটিজম শিশুদের জন্য সহপাঠীদের তিনটি করণীয় লেখ। ২

গ. রাকিব কোন ধরনের সমস্যায় সম্মুখীন হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রাকিব কীভাবে তার সমস্যাটি মোকাবিলা করতে পারত বলে তুমি মনে কর। তোমার উত্তর বিশেৱষণ কর। ৪

প্রশ্ন–২৩ ▸ দুই মাসের অধিক সময় জ্বর থাকায় আজিজুল ডাক্তারের কাছে যায়। ডাক্তার তার রক্ত পরীৰা করে জানায় সে এইডসে আক্রান্ত। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী হওয়ায় সে খুবই বিষণ্ন হয়ে পড়ল। ডাক্তার তাকে বললেন, ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি মেনে চললে আজ আপনার এ অবস্থা হতো না। **[পাঠ–১, ৩ ও ৫]**

ক. মাদকাসক্তি বিস্তারে প্রধান কারণ কোনটি? ১

খ. মায়ের শরীর থেকে শিশুর শরীরে এইচআইভি সংক্রমণ পর্যায়সমূহ লেখ। ২

গ. উক্ত রোগের ফলে আজিজুলের পরিবার কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হবে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কী মনে করে ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি আজিজুলকে এইডস রোগ হতে বিরত রাখতে পারতো? মতামত দাও। ৪

প্রশ্ন–২৪ ▸ বেলাল সাহেব পাঁচ বছর পর বিদেশ থেকে দেশে ফিরলেন। দেশে ফেরার পর প্রায়ই তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন এবং শরীরে অবসাদ অনুভব করেন। ইতিমধ্যে তার যক্ষ্মা হয়। গ্রাম্য ডাক্তার থেকে ওষুধ খেয়েও কোনো ফল না পেয়ে বন্ধুকে নিয়ে শহরের ডাক্তার দেখালেন এবং ডাক্তারকে সব খুলে বললেন। ডাক্তার বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে জানালেন তিনি HIV পজেটিভ। **[পাঠ–৫, ৬, ৮ ও ৯]**

[সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. HIV এর পূর্ণরূ প কী? ১

খ. অটিজমের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ। ২

গ. উক্ত ভাইরাসটি থেকে ঝুঁকিমুক্ত থাকার উপায় বর্ণনা কর। ৩

ঘ. বেলালকে দীর্ঘজীবন লাভের ক্ষেত্রে তোমার পরামর্শ যুক্তিসহ উপস্থাপন কর। ৪

প্রশ্ন–২৫ ▸ কবিরের বয়স ১০ বছর। তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশ স্বাভাবিক নয়। অস্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গি এবং শারীরিক ও মানসিক বিকাশজনিত দক্ষতার মধ্যে অসামঞ্জস্যতা থাকার কারণে অপর সহপাঠীরা তার সাথে মেলামেশা করে না। এজন্য সে সর্বদা মানসিক অস্থিরতায় ভোগে। **[পাঠ–৫ ও ৯]** [শেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. মানসিক আচরণ কয়টি? ১

খ. HIV সংক্রমণের তিনটি ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ লেখ। ২
গ. কবিরের জন্য সহপাঠীদের করণীয় বিষয়সমূহ বর্ণনা কর। ৩
ঘ. কবিরের মানসিক অস্থিরতা দূরীকরণের উপায় আলোচনা কর। ৪

প্রশ্ন–২৬ ▸ মিসেস মাকসুদার ৮ বছরের ছেলে মিঠু স্কুলে অন্য ছেলেদের মতো পড়াশোনা করতে পারে না, শিৰক প্রশ্ন করলে উত্তর দেয় না, একই কথা বার বার বলে, খেলাধুলাতেও পিছিয়ে থাকে। শিৰকরা প্রায়ই অভিযোগ করেন। মিসেস মাকসুদা নিজে ছেলেটির যত্ন করেন। তারপরও কোনো কিছুতে তার শেখার আগ্রহ দেখা যায় না। চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে তিনি মিঠুকে কিছু পরীৰা–নিরীৰা করেন এবং মিসেস মাকসুদাকে মিঠুর জন্য বিশেষ শিৰা ও যত্নের পরামর্শ দেন। **[পাঠ–৯]**

ক. অটিস্টিক শিশুর সমস্যার নাম কী? ১
খ. অটিজম একটি রোগ নয় কেন? ২
গ. কী কারণে মিঠু অন্যদের চেয়ে পিছিয়ে পড়ছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতায় মিঠুর ৰমতার বিকাশ সম্ভব– কথাটির সঙ্গে তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত দক্ষতাস্তরের প্রশ্ন ও উত্তর

◘ জ্ঞানমূলক ----------//

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ এইডস কী?
উত্তর : এইচআইভি ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত ব্যক্তির অবস্থাকে এইডস বলে।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ ওষুধ কখন মাদকদ্রব্যের আওতায় পড়ে?
উত্তর : ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো ওষুধ অতিরিক্ত সেবন করলে এবং এর প্রতি আসক্তি জন্মালে সেটা মাদকের আওতায় পড়ে।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ মাদকদ্রব্য কোন ৰেত্রে যন্ত্রণাদায়ক প্রভাব ফেলে?
উত্তর : মাদকদ্রব্য পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে যন্ত্রণাদায়ক প্রভাব ফেলে।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ মাদকাসক্ত হওয়ার ৰেত্রে কোনটি বড় ভূমিকা পালন করে?
উত্তর : মাদকাসক্ত হওয়ার ৰেত্রে মাদকাসক্ত বন্ধু–বান্ধবদের ৰতিকর প্রভাব বেশ বড় ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ মাদকাসক্তদের একটা বড় অংশ কারা?
উত্তর : মাদকাসক্তদের একটা বড় অংশ হচ্ছে কিশোর–কিশোরী ও তরৰণ।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ কিশোর–কিশোরীদের কারা মাদক গ্রহণ করতে প্ররোচিত করতে পারে?
উত্তর : কিশোর–কিশোরীদের মাদক ব্যবসায়ী বা মাদক বিক্রেতারা মাদক গ্রহণ করতে প্ররোচিত করতে পারে।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ মাদক গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানে কী বিবেচনা করতে হবে?
উত্তর : মাদক গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানে প্রস্তাবকারীর আচরণ, ৰমতা ও প্রভাব বিবেচনা করতে হবে।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ মাদকসেবীরা কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়?
উত্তর : মাদক সেবনের কারণে মাদকসেবীরা নানা ধরনের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ মাদকদ্রব্যের কী সম্পর্কে তথ্য প্রচার করতে হবে?
উত্তর : মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও ভয়াবহতা সম্পর্কে তথ্য প্রচার করতে হবে।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ এইডসের পরিণাম কী?
উত্তর : এইডসের পরিণাম নিশ্চিত মৃত্যু।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ এইচআইভি ছড়ানোর সবচেয়ে বড় কারণ কী?
উত্তর : এইচআইভি ছড়ানোর সবচেয়ে বড় কারণ অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ কিশোর–কিশোরীরা প্রধানত কী কারণে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ করে?
উত্তর : কিশোর–কিশোরীরা প্রধানত কৌতূহল ও আবেগের বশবর্তী হয়ে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ করে।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ কী করলে এইডস আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা অনেক কমে যায়?
উত্তর : ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললে এইডস আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা অনেক কমে যায়।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ UNAIDS কী?
উত্তর : UNAIDS হলো জাতিসংঘের এইডস বিষয়ক সংস্থা।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ বিশ্ববাসী কোন তারিখে 'বিশ্ব এইডস দিবস' পালন করে?
উত্তর : বিশ্ববাসী প্রতি বছর ১লা ডিসেম্বর 'বিশ্ব এইডস দিবস' পালন করে।

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ এইডস নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায় কী?
উত্তর : এইডস নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায় এইডসের সংক্রমণ প্রতিরোধ।

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥ HSAB-এর পূর্ণরূ প লেখ।
উত্তর : HSAB-এর পূর্ণরূ প হলো HIV/AIDS AND STD ALLIANCE IN BANGLADESH.

প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥ কিসের মাধ্যমে এইডস রোগীর জীবন দীর্ঘায়িত করা যায়?
উত্তর : এন্টিরেট্রোভাইরাল জাতীয় ওষুধের মাধ্যমে এইডস রোগীর জীবন দীর্ঘায়িত করা যায়।

প্রশ্ন ॥ ১৯ ॥ অটিজম সমস্যার প্রধান বিষয় কী?
উত্তর : অটিজম সমস্যার প্রধান বিষয় হলো– সামাজিক সম্পর্ক, যোগাযোগ এবং আচরণের ভিন্নতা।

প্রশ্ন ॥ ২০ ॥ ইকোলালিয়া কী?
উত্তর : কোনো কোনো অটিস্টিক শিশু কোনো একটি নির্দিষ্ট শব্দ বলে এবং টিয়া পাখির মতো শব্দটি বার বার একনাগাড়ে বলতে থাকে একে ইকোলালিয়া বলে।

◘ অনুধাবনমূলক----------//

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ মাদকাসক্তি বলতে কী বোঝায়?
উত্তর : মাদকাসক্তি হলো ব্যক্তির জন্য ৰতিকর এমন একটি মানসিক ও শারীরিক প্রতিক্রিয়া, যা জীবিত ব্যক্তি ও মাদকের পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়। যে দ্রব্য গ্রহণের ফলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উলেৱখযোগ্য নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটে এবং ওই দ্রব্যের প্রতি নির্ভরশীলতা সৃষ্টি, পাশাপাশি দ্রব্যটি গ্রহণের পরিমাণ ক্রমশই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এমন দ্রব্যকে মাদকদ্রব্য বলে। ব্যক্তির এই অবস্থাকে বলে মাদকাসক্তি।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ মাদকদ্রব্য বলতে কী বোঝায়?
উত্তর : যেসব দ্রব্য সেবন বা পান করলে তীব্র নেশার সৃষ্টি হয় সেগুলো মাদকদ্রব্য। কোনো কোনো ওষুধকে ব্যবহারগত কারণে মাদকদ্রব্য বলা হয়। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো ওষুধ অতিরিক্ত সেবন করলে এবং এর প্রতি আসক্তি জন্মালে সেটাও মাদকদ্রব্যের আওতায় পড়ে। অতএব, যেসব দ্রব্য সেবন করলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপর ৰতিকর প্রভাব পড়ে এবং সেগুলোর প্রতি সেবনকারীর প্রবল আসক্তি

জন্মে সেসব দ্রব্যকে মাদকদ্রব্য বলে। যেমন– বিড়ি, সিগারেট, হেরোইন, ফেনসিডিল ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ মাদকের প্রতি নির্ভরশীলতা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : যারা মাদকদ্রব্য সেবন করে মাদকদ্রব্যের প্রতি তাদের শারীরিক ও মানসিক নির্ভরশীলতা সৃষ্টি হয়। তারা মাদকদ্রব্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে পারে না। যদি কোনো কারণবশত তারা মাদক গ্রহণ করতে না পারে, তাদের মধ্যে মারাত্মক শারীরিক ও মানসিক উপসর্গের সৃষ্টি হয়। যেমন– মেজাজ খিটখিটে হয়, ৰুধা ও রক্তচাপ কমে যায়।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ মাদকদ্রব্য সেবনের তিনটি কুফল লেখ।

উত্তর : মাদকদ্রব্য সেবনের তিনটি কুফল :

১. মাদকদ্রব্য মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ৰতিকর।
২. মাদকসেবী পরিবারের সদস্যদের সাথে উগ্র আচরণ করে, পরিবারের শান্তি বিনষ্ট করে।
৩. মাদকদ্রব্য সেবন মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষকে ধ্বংস করে, খাদ্যাভ্যাস নষ্ট করে, চোখের দৃষ্টিশক্তি কমিয়ে দেয়।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ মাদক কীভাবে পরিবারের শান্তি বিনষ্ট করে?

উত্তর : মাদকাসক্ত ব্যক্তি পরিবারের জন্য বোঝাস্বরূ প। পরিবারের যে কোনো সদস্য মাদকাসক্ত হলে আশপাশের লোকজনের কাছে পরিবারের সদস্যরা হেয় হয়ে যায়। মাদকাসক্ত ব্যক্তি মাদক কেনার অর্থের জন্য পরিবারের ওপর নানানভাবে চাপ দিয়ে থাকে। এসবের মাধ্যমেই মাদক পরিবারের শান্তি বিনষ্ট করে।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ মাদকমুক্ত থাকার ৰেত্রে শিৰক কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে?

উত্তর : মাদকমুক্ত থাকার ৰেত্রে স্কুলের শিৰক গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। ছাত্রদের কাছে শিৰক আদর্শস্বরূ প। শিৰকের আদেশ–উপদেশ ছাত্ররা আন্তরিকভাবে পালন করে। মাদকের কুফল সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের বুঝিয়ে এবং এ থেকে মুক্ত থাকার জন্য শিৰক শিৰার্থীদের উপদেশ দিতে পারেন। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হিসেবে এভাবেই শিৰক মাদকমুক্ত থাকার ৰেত্রে ভূমিকা রাখতে পারেন।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ মাদকাসক্তি বিস্তারের কারণগুলো লেখ।

উত্তর : মাদকাসক্তদের একটা বড় অংশ হচ্ছে কিশোর–কিশোরী ও তরৰণ। এছাড়াও রয়েছে পথ শিশু, শ্রমজীবী শিশু, বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত লোকজন যেমন : শ্রমিক, ব্যবসায়ী, রিকশাচালক, বাস–ট্রাক চালক, অন্যান্য পেশার লোকজন এবং যৌনকর্মী। তাদের মধ্যে মাদকাসক্তি বিস্তারের বিভিন্ন কারণের মধ্যে প্রধান কারণ হচ্ছে মাদক প্রাপ্তির সহজলভ্যতা। অন্যান্য যেসব কারণ রয়েছে তা হলো হতাশা, বেকারত্ব, পারিবারিক অশান্তি, মন্দ বন্ধুদের কাছ থেকে এক ধরনের চাপ ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ মাদকাসক্তির ঝুঁকি বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : মাদকদ্রব্য গ্রহণের জন্য কিশোর–কিশোরীদের উপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয়। বন্ধু বা সহপাঠীদের মধ্যে কেউ মাদকসেবী থাকলে সে প্রস্তাব দিতে বা চাপ সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া যারা মাদক ব্যবসায়ী বা মাদক বিক্রেতা তারাও কিশোর–কিশোরীদের মাদক গ্রহণের জন্য প্ররোচিত করতে পারে। এভাবে ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ মাদকের বিরবদ্ধে জনমত সৃষ্টির তিনটি উপায় লেখ।

উত্তর : মাদকের বিরবদ্ধে জনমত সৃষ্টির তিনটি উপায় হলো :

১. রেডিও–টেলিভিশন, পত্র–পত্রিকা ইত্যাদিতে বিভিন্ন প্রকার মাদকদ্রব্য গ্রহণের ৰতিকর দিক তুলে ধরা।
২. মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও ভয়াবহতা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রচার করা।
৩. মাদক ও ধূমপানবিরোধী দিবস পালনসহ অন্যান্য সময়ে বিদ্যালয়ে মাদকবিরোধী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ এইডসের সর্বশেষ পরিণতি মৃত্যু কেন?

উত্তর : HIV একটি অতিৰুদ্র বিশেষ ধরনের ভাইরাস যার দরৰণ মানুষ এইডসে আক্রান্ত হয়। HIV ভাইরাস কয়েকটি উপায়ে মানবদেহে প্রবেশ করে দেহের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেয়। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ৰমতা ধ্বংস হওয়ার কারণে এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি অতি সহজেই অন্য যে কোনো রোগে আক্রান্ত হয়। এইডসের কার্যকরী কোন প্রতিষেধক এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। তাই মৃত্যুই এইডস রোগীর অনিবার্য পরিণতি।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ HIV ভাইরাস কীভাবে ছড়ায়?

উত্তর : ভাইরাসজনিত রোগগুলোর মধ্যে এইডস একটি দুরারোগ্য রোগ। এটি HIV নামক এক প্রকার ঘাতক ভাইরাসের সংক্রমণে হয়ে থাকে। মানুষের শরীরের ভিতরে উৎপন্ন বিভিন্ন তরল পদার্থ যেমন–রক্ত, বীর্য, যোনিরস, মায়ের বুকের দুধ এগুলোতে HIV বাস করে। এসব তরল পদার্থের আদান–প্রদানে HIV ভাইরাস ছড়ায়। এছাড়া অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক, সংক্রমিত সুচ অন্যের জন্য ব্যবহৃত হলে, যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত না করে ব্যবহার করলে HIV ভাইরাস ছড়াতে পারে।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ মায়ের শরীর থেকে শিশুর শরীরে এইচআইভি সংক্রমণের পর্যায়সমূহ লেখ।

উত্তর : এইচআইভি ও এইডস আক্রান্ত মায়ের শরীর থেকে তিনটি পর্যায়ে শিশুর শরীরে সংক্রমিত হতে পারে। যথা :

১. গর্ভকালীন সময়ে;
২. প্রসবকালীন সময়ে;
৩. মায়ের দুধ পান করে।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ এইচআইভি বিস্তার না ঘটার তিনটি কারণ লেখ।

উত্তর : এইচআইভি/এইডসের বিস্তার লাভ করে না এমন তিনটি কারণ নিচে উলেৱখ করা হলো :

১. হাঁচি, কাশি, কফ–থুথু বা শ্বাস–প্রশ্বাসের মাধ্যমে।
২. এক সাথে এক ঘরে বসবাস করলে, এক সাথে বা একই থালা–বাসনে খাওয়া–দাওয়া করলে।
৩. আক্রান্ত ব্যক্তির সেবা করলে।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ এইডস প্রতিরোধে ঝুঁকিপূর্ণ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের উপায় লেখ।

উত্তর : ঝুঁকিপূর্ণ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের জন্য 'না' বলার দৰতা অর্জন করতে হবে। কিশোর–কিশোরীরা অনেক ৰেত্রে অনাকাঙ্খিত বা অনৈতিক প্রস্তাবে চৰুলজ্জায় বা ভয়ে সরাসরি 'না' বলতে পারে না। তাই কীভাবে 'না; বলতে হবে তা জানতে ও শিখতে হবে। নিজেকে দৃঢ়চেতা হতে হবে এবং বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তার সম্পর্ক রৰা করেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান বা 'না' বলার কৌশল গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ অটিজমের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।

উত্তর : অটিজমের বৈশিষ্ট্য ও মাত্রা প্রতিটি শিশুর ৰেত্রে আলাদা। মূল শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য হলো– সামাজিক মেলামেশা, যোগাযোগ ও পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ। এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই অটিজমের মূল লৰণ হিসেবে পরিচিত। অটিজমের কারণে ইন্দ্রিয়ানুভূতি, অপরের সাথে যোগাযোগ করার কৌশল এবং সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া প্রক্রিয়াগুলো বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে তাদের মধ্যে একই ধরনের আচরণ অথবা অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণের উৎসাহ দেখা যায়।

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ অটিজম আছে এমন শিশুদের তিনটি সবল দিক লেখ।

উত্তর : অটিজম আছে এমন শিশুদের তিনটি সবল দিক :

১. অনেক অটিজম শিশুর সুনিপুণভাবে দেখার ৰমতা রয়েছে।
২. সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রের প্রতি আগ্রহ থাকে।

৩. বিশেষ পছন্দনীয় বিষয়ের প্রতি মনোযোগ থাকে।